শ্রীশীতচন্দ্র নাথ ভট্ট

ভূমিকা।

ভারতভূমি রত্নভূমি বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। না হইবেই কেন? যে ভূমি, কপিল গৌতম পতঞ্জলি প্রভৃতি দার্শনিক, ব্যাস শঙ্কর প্রভৃতি বৈদান্তিক, ভাস্কর বরাহ মিহির প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্, সুশ্রুত চরক প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদবিদ্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের জন্মভূমি; যাহাতে শাক্য শুক চৈতন্য প্রভৃতি পরম যোগী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; যাহা বাল্মীকি কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি কবিকুলের জনয়িত্রী; রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির নল প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক নৃপতিগণ এক কালে যাহার শাসন-ভার বহন করিয়াছেন; ভীষ্ম ভীমার্জ্জুন কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতি মহারথী যাহার রক্ষাকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ বামদেব জনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ কঠোর তপস্যা-কার্য্যে নিরত থাকিয়াও যাহার শুভাশুভ চিন্তায় নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন নাই; তাহার পক্ষে রত্নভূমি বলিয়া অভিহিত হওয়া বড় গৌরবের কথা নয়। কিন্তু এই সকল রত্নরাশির প্রসবিত্রী হইলেও যে রত্নাভাবে আশ্রম-চতুষ্টয়ের সারভূত গৃহস্থাশ্রম বিজন অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হয়, এবং যাহার সন্নিধানবশতঃ সহস্র-দুঃখমধ্যে থাকিয়াও গৃহী ব্যক্তি স্বর্গ সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়, সেই সতীত্ব-রত্নের আকর বলিয়া আমরা ভারতভূমির রত্নভূমি নাম যত গৌরবান্বিত মনে করি তেমন আর কিছুতেই নহে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই সাবিত্রী সীতা দময়ন্তী প্রভৃতি সাধ্বী স্ত্রীগণ, স্ব স্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক, স্ত্রী-জাতিকে শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এবং আজি পর্য্যন্ত তাঁহাদের সেই বিশুদ্ধ চারিত্র-জ্যোতি দিগন্তব্যাপিনী হইয়া অবলাগণের অবলম্বনীয় পথ উজ্জ্বল ভাবে দেখাইয়া দিতেছে। কিন্তু এই সকল জীবন্ত দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও, বিজাতীয় শিক্ষাবলে বিকৃত-ভাবাপন্ন নবনাবা গণের সংসর্গ ও তদীয় চরিতানুকরণ বশতঃ, ইদানীন্তন রমণীগণের অনেককেই বিলাসপ্রিয়তা ও অযথা আমোদ প্রমোদে যত তৎপর দেখা যায়, লজ্জালুতা পতিভক্তি ধর্ম্মনিষ্ঠা অধর্ম্মদ্বেষ ও গুরু জনের প্রতি সম্যক্ সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি স্ত্রীজ-নোচিত সদ্‌গুণ সমূহের আচরণে তত সযত্ন দেখা যায় না। অধিকন্তু এই বিজাতীয় শিক্ষাচরণ ও তদনু-করণের বিষময় ফল অনেক স্থলেই লক্ষিত হইয়া থাকে। রমণীর কমনীয় মূর্ত্তি, মৃদু মধুর বচন-বিন্যাস, ও রমণীয় আচার ব্যবহার দর্শনে, কোথায় গৃহ শান্তির আলয় হইবে, শোক-তাপ-চিন্তা-জর্জ্জরিত দেহে জীবন সঞ্চা-রিত হইবে, নিরাশার প্রবল-বাত্যা-বিলোড়িত মুমূর্ষু প্রায় মনে আনন্দস্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইবে, না তাহার ভীষণ মুখভঙ্গি, বজ্র-নির্ঘোষবৎ-বিকট-চীৎ-কারসহ অনর্গল বিষোদ্গীরণ, এবং সাধুজন-বিগর্হিত জুগুপ্সিত কদাচার দর্শনে, অনেককেই মর্ম্মাহত হইয়া হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ কাননবৎ গৃহ ত্যাগ করিতে হয়;

শান্তিসুখে জলাঞ্জলি দিয়া চিরজীবন অসহ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হয়; এবং কত দিনে পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া এই সকল যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিবেন, এই রূপ ভাবনায় অহরহঃ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিতে হয়। ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয়! যাহাকে সহধর্ম্মিণী ও সহায় রূপে গ্রহণ করিয়া ইহ জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদয় নিরুদ্বেগে সম্পন্ন করিয়া পরলোকে সদ্গতি লাভের প্রত্যাশা করা যায়, সেই স্ত্রীই যদি সংসার ধর্ম্মের বিষম অন্তরায় হইয়া উঠে, এবং নিরন্তর জ্বালাতন করিয়া ঐহিক পারত্রিক ধর্ম্ম চিন্তায় নিবিষ্ট হইতে না দেয়, তাহা হইলে সংসারী হওয়া ও বিজন অরণ্যে বাস করার প্রভেদ কি? অনেকে হয়ত ইহা কেবল কল্পনা-বিজৃম্ভিত মনে করিবেন; বাস্তবিক তাহা নহে। একটু অনুসন্ধান করিলেই এরূপ ঘটনার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত যে নয়ন-পথে নিপতিত হয়, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, সতী স্ত্রী কাহাকে বলে, তিনি পতির প্রতি কিরূপ আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শন করেন, স্বামীর সুখ ও দুঃখের অংশভাগিনী হইয়া কিরূপ ধীর ভাবে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করেন, এবং হাজার অবস্থা-বিপর্য্যয়েও তাঁহার ভক্তি ও ভালবাসা কিরূপ অচল অটল ও অবিকৃত ভাবে থাকে, এবং পতিবিয়োগে তাঁহার কিরূপ বিষম অবস্থা উপস্থিত হয়, ইদানীন্তন 'বামা-

গণকে এইগুলি স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু ঈপ্সিতার্থে কত দূর কৃতার্থতা লাভ হইয়াছে বলিতে পারি না। একণে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিয়া যদি কিঞ্চিৎ সন্তোষ লাভ করেন, তাহা হইলেই পরিশ্রম সার্থক হয়।

এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মদীয় পূজ্যপাদ আচার্য্য, ন্যায় দর্শন বেদান্তাদি অশেষ শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বদর্শী, কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ন্যায় দর্শনাদি শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়, এবং আমার প্রিয়-সুহৃৎ তদন্তেবাসী তার্কিকচূড়ামণি আয়ুর্ব্বেদবিশেষজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন কবিরাজ, ইহার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ ও ইহার প্রচারার্থ পরামর্শ দান করেন। এবং তাঁহাদিগেরই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমি সাধারণ সমক্ষে ইহা বাহির করিতে সাহসী হইয়াছি।

পরিশেষে পাঠক পাঠিকাগণের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন, ইহাতে যে সকল ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইবে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন।

কলিকাতা।
সেপ্টেম্বর ১৮৮৫।
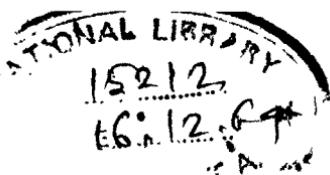
শ্রীমাধবচন্দ্র মিত্র।
বিদ্যারত্ন।

সতীবিলাপ।

যাঁহার আদেশে নিমেষে উদয়,
ভেদি মহাতমো, মহা তেজোময়,
দীপিয়া গগন, দীপি ত্রিভুবন,
দীপি গিরিগুহা গহন কানন,
মহামূর্ত্তি দেব মহান তপন ;
যাঁহার আদেশে হেরি রণ বেশ,
মহাভয়ঙ্কর প্রচণ্ড দিনেশ,
ভয়ে মহাতমো যায় পলাইয়া,
ছাড়ি নভস্থল অস্থির হইয়া ;—
ধাবমান মহা বেগে অনিবার,
কেমনে বাচিবে, আশ্রয় কাহার
করিবে গ্রহণ, যাবে কার কাছে,
ভাবিয়া অস্থির হেন. কেবা আছে,
এহেন বিপদে করিবে উদ্ধার,
অসংশয় প্রাণ গেল এইবার—
ধন্য বিধাতার বিধি চমৎকার !

মহারণে মত্ত আলোক আঁধার—
নাহিক বিরাম নাহি একবার,
আজও সেই রণ চলে অনিবার!
যাঁহার আদেশে সহসা উদয়,
সহ নিশানাথ তারকা-নিচয়;
গ্রহ উপগ্রহ নভশ্চরগণ,
আবরিয়া নভস্তল অগণন;
শীত গ্রীষ্ম আদি ঋতু সমুদয়,
চিরকাল যাঁর নিয়মে উদয়
হয় যথা কালে; ভূচর খেচর,
প্রাণী অগণন, পশু পাখী নর,
পাথার পাদপ নদী ধরাধর,
ধূ ধূ বালিরাশি অপার প্রান্তর,
অগাধ জলধি-তলে জলচর,
মকর হাঙ্গর মহাভয়ঙ্কর,
শঙ্খ শুক্তি আদি সৃষ্টি সমুদয়,
যাহার নিদেশে হইয়া উদয়,
থাকি কিছু দিন পায় পুনঃ লয়;
অনন্ত অসীম ঊর্দ্ধে ব্যমণ্ডলে,
যথা মানসেরও গতি নাহি চলে,
এহেন প্রদেশে তারা-রাজি-মাঝে,
যাঁহার অতুল কীর্ত্তি বিরাজে,

সতীবিলাপ।

যাঁহার আদেশে নিমেষে প্রকাশ,
নিমেষেতে পুনঃ হতে পারে নাশ,
বিশ্বোপরি বিশ্ব, অনন্ত অপার,
কোটি কোটি বিশ্বমালা চমৎকার ;
ভাবিলে যাহার প্রকাণ্ড আকার
যুগপৎ ভীতি বিস্মিতি সঞ্চার,
হেন কোটি কোটি তারা সূর্য্য যাঁর
আজ্ঞা বলে বিষ্ণুপদে নিরাধার,
নিরবলম্বন, ধায় অনিবার,
ধায় মহাবেগে বুঝে সাধ্যকার ;
অনন্ত শকতি ঘোষে বিধাতার—
মানসের বেগে ধাই অনিবার
তবু নাহি যার পাই কভু পার,—
অপূর্ব্ব অদ্ভূত সুষমা যাহার
সুষমা প্রচার করে বিধাতার,—
হেন কোটি কোটি বিশ্বরাজি মাঝে,
যাঁহার অতুল কীর্ত্তি বিরাজে ;
যাঁহার অতুল বিভবের গান,
নেচে নেচে ধরি সুমধুর তান,
ভরিয়া ব্রহ্মাণ্ড সুমধুর স্বরে,
নিশীথে প্রকৃতি করে প্রেম ভরে ;
যিনি নিরন্তর পৃথিবী পাতাল,

সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান চিরকাল ;
যাঁর কৃপাবলে গ্রহগণ চলে,
উৎপাদিকা শক্তি ধরে ধরাতলে ;
স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টির পালন,
অগ্নি জল বায়ু করে অনুক্ষণ ;
যিনি অন্তর্যামী অন্তরে সবার,
সদাবর্ত্তমান ; তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যাঁর
এড়াইতে কেহ পারেনা কখন ;
যে ভাব মানসে হউক যখন,
হউক দুষ্কৃত পঙ্ক কলুষিত,
অথবা সুকৃত সুধা ধবলিত,—
অমাবশ্যা তিথি, ঘোর অন্ধকার,
নিশীথ সময়,—সুপ্ত চরা চর ;—
প্রকৃতি গম্ভীর—মহাভয়ঙ্কর,
মহামোদে ফেরে যত রাত্রিচর ;
বিজন গহন মহান কানন,
নাহি রবি-চন্দ্র-তারা দরশন,—
এহেন প্রদেশে ধরিত্রী-অন্তরে,
তথাপি না পারে নিমিষের তরে,
গোপিতে কখন কেহ পাপাচার,
অতন্দ্রিত সদা হেন দৃষ্টি যাঁর ;
সেই সর্ব্বদর্শী শঙ্কর সদয়,

সতীবিলাপ।

প্রভু পরাৎপর চিদানন্দময়,
অনাদি অনন্ত সর্ব্ব গুণাধার,
স্মরিতে স্মরিতে পরম পিতার,
সর্ব্বশুভপ্রদ পুণ্যময় নাম,
নিদাঘ সময়ে লভিতে বিশ্রাম,—
দিবা অবসান—সুশোভিত বটে,
বসিলাম আসি তটিনীর তটে।
প্রভু কার্য্য সাধি রবি হৃষ্ট মন,
অস্তাচল-চূড়া করিয়া গ্রহণ,
ক্লান্তি করি দুর শান্তি লভিবারে,
নিমগ্ন যেমন পশ্চিম পাথারে—
তমোরূপে বাষ্প রাশি থরে থরে,
উঠিল সহসা সাগর উপরে;
তমাল-বরণ ছাইয়া গগন,
আবরিয়া বিশ্ব ছুটিল সঘন;
গ্রাসিতে ভুবন প্রলয় সময়,
নিমেষেতে যেন হইল উদয়!
সভয়ে তখনই ফিরায়ে আনন
দেখি নিশাকর পূর্ণ সুশোভন!
শান্ত-মূর্ত্তি যেন মম মানস বুঝিয়া,
"ভয় কি তোমার বৎস!" হাসিয়া হাসিয়া
"এই আমি উপস্থিত—আর কি তমস

"পারে আক্রমিতে কভু?" বলি দিক দশ।
সিতকর-বরিষণে ধবল করিয়া—
যথা জ্ঞানালোকে দূরে দেয় তাড়াইয়া
মানস তিমিরে,—করি অন্ধকার জয়,
বিস্তারি প্রশান্ত কর হলেন উদয়।
জলগর্ভ মৃদু মৃদু মানস-মোহন
বনপুষ্পামোদপূর্ণ বহিল পবন।
ক্ষণমাত্রে ক্লান্তি দূর করিয়া তখন,
তটিনী-বিশাল-বক্ষে নামি সমীরণ
আরম্ভিল প্রেমালাপ কল কল স্বরে;
বসি বসি রঙ্গ দেখি সানন্দ অন্তরে।
দ্বিজকুল করি নিজ কুলায় গ্রহণ,
আরম্ভ করিল গীত শ্রবণ রঞ্জন;
আনন্দ-উৎফুল্ল-মনে সুমধুর স্বরে,
ঈশ্বরের গুণগান করে প্রেমভরে।
শাখীগণ শান্তি লভি, শাখা-সঞ্চালন-
ব্যজে আরম্ভিল তাঁর পবনব্যজন।
বল্লীরাজি মৃদু মৃদু পাইয়া আঘাত,
ভূতল-শায়িনী হয়ে করে প্রণিপাত।
ঘামঘোষ সরোষ হেরিয়া নিশাকর,
বিকট চীৎকার করে ফাটায় প্রান্তর;
ক্রোধভরে ঊর্দ্ধমুখে বলে কুবচন,

হাসিয়া উড়ান তাহা কৌমুদীরঞ্জন।
অদূরে তটিনী-তটে তাপস-নিচয়,
সান্ধ্য-সন্ধ্যা-সমাপনে নিবিষ্টহৃদয়।
ঝক্ ঝক্ চারিদিকে জ্বলে তারাকুল,
আকাশ তরুর যেন ফুটিয়াছে ফুল!
অথবা সুন্দরী নিশা মোহিতে সবায়,
পরিয়াছে নীলাম্বর খচিত হীরায়!
চন্দ্রহারচন্দ্র তায় শোভে সুধাকর,
চকোরে যাহার করে করে আজ্ঞাকর।
আহা কিবা সুধাকর মানস মোহন!
কে কোথায় হেরে তৃপ্ত হয়েছে কখন?
যখন যতই দেখে দেখিবারে চায়;
যেন চির নব ভাব আবির্ভাব তায়!
চকোর অজ্ঞান পাখী, তব নিরমল
অনুপম-রূপ হেরে হয়েছে বিহ্বল;
ইচ্ছাকরে একবারে যায় তব ঠাঁই,
প্রাণপণে উঠিবার চেষ্টাকরে তাই।
ধন্য সুধাকর! ধন্য নির্ম্মাতা তোমার!
ধন্য দৃষ্টি-সুধাবর্ষ্টি সৃষ্টি বিধাতার!
এদিকে আবার নিম্নে নিম্নগা-হৃদয়ে,
স্বভাবদর্পণে, দেখি আছে স্থির হয়ে,
নিসর্গ-সুন্দর-শোভা মানস মোহন;

অগণিত তারাকুল করে বিলোকন
আপন আপন রূপ, কে বেশি সুন্দর
স্থির করিবারে যেন সকলে তৎপর!
সহসা বিমর্ষভাব—কেন কি কারণ?
কেন আর—নিশানাথে করি দরশন,
সুষমাগৌরব আর কে করিতে পারে?
তাইতে স্তিমিত ভাবে তারা চারিধারে।
পরপারে তরু রাজি কি শোভে সুন্দর!
বিশাল শ্যামল রেখা কিবা মনোহর!
নীলাম্বর সম্মিলিত হইয়াছে তায়
পুলকে চুম্বন বুঝি করিতে ধরায়!
অথবা প্রকৃতি সতী করিতে চয়ন,
আকাশ কুসুম বুঝি করেছে মনন?
তাই পাছে সুকুমার করে ব্যথা হয়,
অদূরে কুসুম রাজি হয়েছে উদয়!
প্রকৃতির মূর্ত্তি এই করি দরশন
হৃদয় প্রশান্ত ভাব করিল ধারণ।
দেখিতে দেখিতে নিদ্রা করি আগমন,
করিল মোহন রূপে চেতনা হরণ।
অকস্মাৎ স্বপনে অপূর্ব্ব দরশন—
অদূরে উজলে এক রমণী রতন।
কনকবরণ, বিশাল-নয়ন,

কর্ণায়ত ভুরু অতি সুশোভন ;
আননগঠন, মানস-মোহন,
অনুরূপ নাশা অতি সুচিকণ ;
হেরি মুখ শশী, বোধ হয় খসি,
ভূতলে পড়েছে আকাশের শশী ;
আলু থালু কেশ, নিতম্বের শেষ
স্পর্শ করিয়াছে, উজলিছে বেশ,
বিষণ্ণ বদন,—রূপে আলো বন !
অনিমেষ চখে করি নিরীক্ষণ।
শচীকি বাসবে ত্যজিয়া এভাবে,
আলোকি পৃথিবী রূপের প্রভাবে,
অবতীর্ণা ধরা করিতে দর্শন !—
তাইবা কেমনে, ভাবি মনে মনে,
হইবে ? নিমেষ রয়েছে নয়নে ;
তবে বুঝি রতি, ত্র্যক্ষক্রোধে পতি,
হাবায়ে হয়েছে এরূপ দুর্গতি ?
হইয়া হতাশ, ছাড়িয়া কৈলাশ,
করেছে আশ্রয় শেষে বনবাস,
তাই উজলিছে বিজন বন ?—
তাও কি সম্ভবে ? হর মনোভবে
করি ভস্মীভূত প্রীত রতিস্তবে,
দেন তারে বর—"পুনঃ পাবে স্মর,

অতনুর পুনঃ হবে কলেবর
এভাবে সে কেন করিবে ভ্রমণ?—
সাবিত্রী কি তবে এ রমণী হবে!
না, না, সে যে কোলে করে পতিশবে,—
মহাভয়ঙ্কর যমের কিঙ্কর,
স্মরে যারে হৃদি কাঁপে থর থর,
ঘেরে চারিদিক, তথাপি নির্ভীক,
কে কোথায় হেন আছে সাহসিক?
যেন করে গ্রাস, তবু নাহি ত্রাস,
পতি সহবাস কে করে হতাশ?—
করেছিল অমা যামিনী যাপন!
ধন্য ধন্য সতী ধন্য পতি রতি!
ধন্য পতিভক্তিজনিত শকতি!
ধন্য হিমাচল-কুমারিকাস্থল!
ধন্য আর্য্যনারী সতীত্ব-সম্বল!
ধন্য আর্য্যনারী-ধর্ম্ম-বুদ্ধিবল!
শেষে ধর্ম্মরাজ, ধরে ভীমসাজ,
নিরুপায় সাধিবারে নিজকাজ,
নিজে উপস্থিত সাবিত্রী-সদন;
চিন্তা করে যায়, প্রাণ যায় যায়;
কি আশ্চর্য্য! সতী উপস্থিত তায়
সম্মুখে হেরিয়া, বিচলিত হিয়া

অণুমাত্র নয় ; আঁখি বিস্ফারিয়া
আপাদ মস্তক করে নিরীক্ষণ।—
ধর্ম্মভাবে মন, দীপ্ত হুতাশন,
দেহ অগ্নি রাশি করে বরিষণ ;—
ভস্ম হয় পাছে, ভয় ভয়ে কাছে,
নহে অগ্রসর ফেরে পাছে পাছে ;
দেখি ধর্ম্মরাজ পাইয়া ভয়,—
করিয়া ছলনা ভুলাতে ললনা,
করিয়া স্বীকার পূরাতে প্রার্থনা,
শেষে স্বকৌশল, হেরিয়া বিফল,
সতীর প্রভাবে হত-বুদ্ধি-বল,
সত্যবানে প্রাণ, করিয়া প্রদান,
নিজধামে পুনঃ করেন প্রয়াণ ;
মুখে শুধু জয় সতীত্বের জয় !
এই রূপ তর্ক করি মনে মনে,
সহসার্ত্তনাদ পশিল শ্রবণে।

হা নাথ ! কোথায় তুমি দাও দরশন
অভাগীরে ফেলে কোথা করিলে গমন ?
তোমা বিনা অন্য গতি নাহি মম আর,
তোমা বিনা দশদিক হেরি যে আঁধার।
হা নাথ ! কোথায় তুমি হৃদয়ের ধন ?
হারায়ে তোমায় আজও ধরিয়া জীবন,

ধরায় থাকিতে আর আছে কি আমায় ?
নাজানি এ পোড়া প্রাণ আছে কি আশায়।
কি উপায় হবে মম, যাব কার কাছে,
তুমি বিনা ত্রিভুবনে বল কেবা আছে ?
পতি ধর্ম্ম, পতি কর্ম্ম, পতি বুদ্ধিবল ;
পতিহীনা রমণার জীবনে কি ফল ?
বনষ্পতি যদি স্থান না দেয় লতায়,
কি হবে তাহার গতি পড়িয়া ধরায় ?
জনমের মত সবে যাবে পদে দলে,
কে উঠাবে দয়া করে নিরুপায় বলে !
এদশা দেখিয়া আর কে হবে সদয় !
অবলার প্রতি বিধি এত নিরদয়
কেন হলে ? বল, নাথে করিয়া হরণ,
হইল তোমার কিবা অভীষ্ট সাধন ?
দুটি পায় ধরি তব অকরুণ বিধি,
দাও কোথা লুকায়েছ অন্তরের নিধি।
কি পাপে এমন হল, কি হবে উপায়,
পূর্ব্বজন্ম পাপে বুঝি ঘটিল এদায়।
কি করিলে এ পাপের হবে পরিত্রাণ,
দয়াময় ! দয়া করে দাও হে বিধান।
কি পাপ করেছি বল ? কোনও অবলায়
জ্বালায়েছি প্রিয়পতি-বিচ্ছেদ-জ্বালায় ?

কভু কি কাহারও সুখে অসুখী হইয়া,
বিরহ-দহনে দগ্ধ করিয়াছি হিয়া?
স্বামী-সহবাস-সুখে করিয়া বঞ্চনা,
কভু কি কাহারও মর্ম্মে দিয়াছি যাতনা?
অথবা, পুরুষ নারী, কাহারও কখন,
হরিয়াছি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ধন,
না বুঝিয়া কত ক্লেশ হইবে তাহার,
তাই বুঝি এই দশা হইল আমার?
অপরে কিরূপ ভাবে কি যাতনা পায়,
বুঝি নাই, তাই বুঝি বুঝাতে আমায়,
ফেলিলে এমন কষ্টে? সঙ্কট-তারণ!
এ বিপদে রক্ষ, তব চরণ শরণ।
অনুকূল হয়ে কূল দাও অবলায়,
তোমা বিনা অনাথার নাহিক উপায়।
এইরূপে বিধাতায় করুণ বচনে,
জানাইয়া দুঃখাবেগ, থাকি শূন্যমনে
কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে, হৃদি উদ্ঘাটিয়া
আরম্ভিল পুনঃ বালা পতি সম্বোধিয়া—
হা নাথ! নির্দ্দয় কেন হইলে এমন,
বল করিয়াছ কিবা দোষ দরশন?
চিরকাল একমনে সেবেছি চরণ,
তাহারই কি এই ফল হইল এখন?

দেখা কি দিবে না নাথ! করিয়াছ পণ?
হায়! অভাগীর ভালে এমন লিখন!
কোথা গেলে পাব নাথ! তব দরশন?
জানি না কোথায় তুমি করেছ গমন,
জানি না কেমনে তুমি রহিয়াছ ভুলে,
অভাগিনী দুখিনীরে ফেলিয়া অকূলে।—
সংসারের একি ধারা বুঝে উঠা ভার!
নিরন্তর গৃহে বাঁধা ছিল মন যার,
অনায়াসে ফেলে সবে করিল প্রয়াণ,
অভাগিনী দুখিনীর বধিতে পরাণ!—
হায় নাথ! দেখ তোমা বিনা প্রাণ যায়,
ছাড়িয়া আমায় তুমি রহিলে কোথায়?
তোমারই কারণ হেন হইয়াছে কায়;
কি কারণে ক্ষণমাত্র ভাব না আমায়?
মম সম অভাগিনী কে আছে ধরায়,
কিবা ফল বল আর জীবন ধরায়!
অনির্ব্বাণ শোকানলে জ্বলে প্রাণ যায়,
হায় বিধি! কি করিলে, কি হবে উপায়?
এক বার দাও নাথে ধরি তব পায়,
এত কি যন্ত্রণা দিতে হয় অবলায়?
আর যে যাতনা নাথ! সহ্য নাহি হয়,
এক বার দয়া করে চাও দয়াময়!

হায় বিধি! কি করিলে, বল কোথা যাব,
কোথা গেলে বল নাথদরশন পাব?
চারি দিকে দেখি কিছু না পাই উপায়,
অভাগীর সম দুখী আছে কি ধরায়?
যারে জনমের মত স'পিয়া জীবন,
সুখ দুখে সমভাগী ছিল মম মন;
যারে ছেড়ে পারিতাম ক্ষণ না থাকিতে,
সদা চেষ্টা করিতাম সুখেতে রাখিতে;
ক্ষণ-অদর্শন যার বৎসরেক গণি,
যারে ভাবিতাম মম হৃদয়ের মণি;
যারে ভাবিতাম মম অমূল্য ভূষণ,
যারে ভাবিতাম স্বর্গ-সুখের কারণ;
ভাবিতাম যার সম নাহি কেহ আর,
যারে ভাবিতাম আমি ত্রিভুবনসার;
যাহার গুণের কথা ভাবি বার বার,
অপার আনন্দে মন নাচিত আমার;
যে ভাবে যে কালে হোক, হেরে যার মুখ,
পাইতাম নিত্য নব দরশনসুখ;
যারে দেব-সম আমি করিতাম মনে,
স্বর্গসুখ পাইতাম থাকি যার সনে;
যার সনে মহাবনে করিবারে বাস,
অণুমাত্র অন্তরে না হয় কভু ত্রাস;

যার সনে তৃণোপরে করিলে শয়ন,
প্রাসাদ-শয়ন-সুখ তুচ্ছ করে মন ;
অনাহারে যার সনে করিলে ভ্রমণ,
অপ্রসন্ন মানস না হয় কদাচন ;
প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হলে যার তরে,
কি করিব ভেবে ক্লেশ না হয় অন্তরে ;
সেই জন তুমি নাথ ! বলহ কোথায়,
লুকাইয়া রহিয়াছ ছাড়িয়া আমায় ?
বুঝিতে আমার মন ছলনা করিয়া,
লুকায়ে আছ কি নাথ ! দূর দেশে গিয়া ?
খুজিয়া পাবে না দাসী করিয়া কি মনে,
হাসিতেছ মনে মনে বসিয়া বিজনে ?
হইল অনেক দিন—তবু কি এখন,
বুঝিতে পারনি নাথ ! এ দাসীর মন ?
ভাবিতেছ বুঝি নাথ ! ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
বিরক্ত হইয়া শেষে যাইব ভুলিয়া ?
তা হলেই সেই ছলে ত্যজিবে দাসীরে,
বসায়ে অপার-দুখ-পারাবার-তীরে।
দিও না দিও না স্থান কভু সে আশায়,
বিরক্ত হব না নাথ ! প্রাণ যদি যায় ;
যত দিন দেহে রক্ত রবে এক কণা,
তত দিন অন্বেষণে নিরস্ত হব না।

শাখী, পাখী, নির্ঝরিণী, যাহারে হেরিব,
তাহাকেই তব কথা জিজ্ঞাসা করিব।
অবশ্য কেহ না কেহ হেরেছে তোমায়;
সুধাতে সুধাতে ক্রমে পাব না কি তায়?
তুমি মম দশা হেরে হলে না সদয়,
তা বলে কি সেও তব সম নিরদয়
হইবে? জেনেও সব করিবে গোপন?
তারও কি পাষাণ-সম হইবেক মন?
পুরুষ হইলে বড় অসম্ভব নয়—
অবলা হবেই স্নেহ-প্রবণ-হৃদয়;
পতি, পিতা, ভ্রাতা কিম্বা যে কেহ জানিবে,
না বলিলে বলাইতে যতন করিবে।
দেখি, পারি কি না পারি করিতে সন্ধান,
তোমারই কারণ আছে যায় যাবে প্রাণ।

এত বলি সতী, যেন হৃষ্টমতি,
গুরু শোক-ভার, যেন নাই আর,
অমল অধরে মৃদু হাসির উদয়;
পাগলিনী প্রায়, চারি দিকে চায়,
কে আপন আছে, যাবে কার কাছে,
যেন এই ভাবি হল ব্যাকুল-হৃদয়।

পুনঃ কি ভাবিতে ভাবিতে চকিতে,
ত্বরিতে উঠিয়া, বসন সাটিয়া,
ঊর্দ্ধে চাহি দেবে করি নমস্কার,
পূরিবে কামনা, করিয়া প্রার্থনা,
মৃদু-মন্দ-গতি, চলি যায় সতী,
হেরিয়া সম্মুখে প্রকাণ্ডাকার

তরুবর, সতী হাসিতে হাসিতে,—
কি জানি কি ভাব হল আচম্বিতে—
ত্বরিতে নিকটে করিয়া গমন,
আমূল-মস্তক করি নিরীক্ষণ,
লাগিল বলিতে ;—

দেখি দেখি তরুবর বটে জিজ্ঞাসিয়া—
বহুকাল জল দিছি যতন করিয়া ;
তাই যদি দয়া করে,
এবে ক্ষণেকের তরে,
দুখের সময় মোর কয় দুটো কথা,
তা হলে অনেক মম যাইবেক ব্যথা।

অহে বনস্পতি! এবে পার কি চিনিতে?
যে খর গ্রীষ্মের তাপে মূলে জল দিতে,
আসিত তোমার তলে,
তপ্ত ধূলি পদে দলে,
শুনেছ "উঃ পুড়ে গেল" বলিতে যাহায়,
সেই অভাগিনী আজ সুধায় তোমায়।

তুলেছ মস্তক মেঘপথ ছাড়াইয়া,
ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড! কি দেখিবে ভাবিয়া?
দেখিয়া তোমার মান,
মনে হয় অনুমান,
দশ দিকে কিছু নাই তব অগোচর;
তাই তব কাছে এত আশা তরুবর!

তবু জিজ্ঞাসিতে হয় সঙ্কুচিত মন,
কি জানি জানিয়া যদি করহ গোপন?
দেখিলাম বার বার,
পুরুষে বিশ্বাস আর,
কি করিয়া করি বল ক্ষণেকের তরে,
সকলইত পারিতেছ বুঝিতে অন্তরে।

কিন্তু তব কার্য্যজাত হেরে বোধ হয়,
হবে না তোমার তত কঠিন হৃদয়।
শাখা-বাহু প্রসারিয়া,
আতপে তাপিত-হিয়া
জনে ডাকিতেছ সদা হইয়া সদয়,
ফলদানে পালিতেছ পাখী সমুদয়।

সুশীতল ছায়া সেবি পথিক-নিচয়,
জুড়ায়ে তপন-তাপে তাপিত হৃদয়,
এক মুখে কব কত,
ধন্য বলে অবিরত,
তাই তব কাছে আসিয়াছি তরুবর,
সুশীতল করিবারে তাপিত অন্তর।

বল বল অবশ্য করেছ দরশন—
কোথায় গিয়াছে মম হৃদয়ের ধন ?
তব সনে পরিচয়,
বড় অল্প দিন নয়,
শুনেছি নাথের মুখে বাল্যে অবিরত
তোমার ছায়ায় ক্রীড়া করেছেন কত।

আশৈশব-পরিচিত অহে তরুবর !
বল বল কোথা তব বাল্যসহচর।
অভাগীরে দয়া করে,
বল ক্ষণেকের তরে,
বিলম্ব করোনা আর ধরি দুটি পায়,
কোথায় যাইতে তাঁরে দিয়াছ বিদায় ?

হায় ! অভাগীর বুঝি এ দশা হেরিয়া
অবাক্ হইলে তুমি অবজ্ঞা করিয়া ?
দুখে কেহ কারও নয়,
সুখে আপনার হয় ;
তব দোষ নাই, দগ্ধ অদৃষ্ট আমার !
না হলে করিবে কেন হেন ব্যবহার ?

সংসারের রীতি এই—সকলেই বলে,
সম্পদ সময়ে বন্ধু মিলে দলে দলে ;
ক্ষমতা যেমন যার,
করিবারে উপকার,
আবশ্যক হলে, কভু না হয় কাতর
হাসিয়া কতই কথা কয় নিরন্তর !

কত আত্মীয়তা কত সৌজন্য প্রকাশ—
দুখের সময় দুখে কত দীর্ঘশ্বাস!
সান্ত্বনা প্রবোধ কত, কত বা যতন—
তুষিতে কতই কথা মনের মতন!
বাহিরের ভাবে যেন ভিন্ন কিছু নাই,
আপনার মত সর্ব্ব কার্য্যেতে সদাই।
বোধ হয় দেহ যদি ভিন্ন না হইত,
বিভিন্নতা কোনও ক্রমে বুঝা না যাইত।
ফলে এই ভাব হয় সম্পদ-সময়,
যেন কোনও কালে ভেদ হইবার নয়।
বিভব-মদিরা-মদে জ্ঞানহীন নর,
কত লোকে তোষামোদ করে নিরন্তর!

কিন্তু যদি দুখে দেখে নাহিক উপায়,
পা মাথায় দিয়া তবে ডুবাইতে চায়।
দেখা করা দূরে থাক,
কথা কওয়া দূরে থাক,
দূরে আসিতেছে দেখে ভাবে মনে মনে,
আসিছে আমারই কাছে, এড়াই কেমনে

আত্ম-সুখে সুখী তুমি অহে তরুবর!
মম দুখে কেন বল হইবে কাতর?
সংসারের এই ধারা—
অপরের অশ্রুধারা,
দর দর বহিতেছে হেরে কয় জন,
মরমে ব্যথিত হয় সজল-নয়ন?

আসিয়াছিলাম বড় আশা করি মনে!
এমন করিবে তুমি জানিব কেমনে?
হে লতাভগিনি! বলি,
দেখিলে তুমি সকলই,
নাথেরে বুঝায়ে দুটো বলহ এখন,
বলে দিতে বল কোথা জীবনের ধন।

তুমিও এখনও চুপ করিয়া রহিলে?
কথা কি কবে না দিদি! পায় না পড়িলে?
পায় পড়া বড় নয়,
বল যা করিতে হয়,
প্রাণ যদি যায় তাতে কাতর হব না;
চুপ করে কিন্তু আর দিও না যাতনা।

হায় বিধি! আর কেন কর বিড়ম্বনা!
এখনও কি পূর্ণ তব হয়নি কামনা?
অরণ্যে রোদন সার—
মুখ তুলে কেবা আর
চাহিবে, কাহার কাছে করিব গমন?
হায়! কে বলিবে কোথা জীবনের ধন!

অয়ি লতে! প্রিয়ে করি গাঢ় আলিঙ্গন,
শুনিলে না দুখিনীর করুণ বচন;
সুখের সময় আর,
কেঁদে কেটে বার বার,
বিরক্ত করিতে দিদি! চাই না তোমায়;
সুখে থাক অভাগিনী লইল বিদায়।

কে রে পাখী! কা কা রবে চাও পরিচয়?
মম দশা হেরে কি রে হয়েছ সদয়?
তোমারে বিশ্বাস নাই,
"যার খাই তার গাই,"
পারিবে কি পাখী! তুমি করিতে অন্যথা?
বৃথা আশা দিয়া কেন বাড়াইবে ব্যথা?

বার বার কি কারণে কর কা কা রব ?
তবে বুঝি জান কিছু—নয় অসম্ভব।
যেখানে দেখিবে ছাই,
উড়াইয়া দেখ তাই,
অসম্ভব নয় পাওয়া অমূল্য রতন ;
দেখি না কি হয় শেষে করিয়া যতন ?

হে পাখী ! তোমায় বলি করিয়া বিনয়,
জেনে শুনে কেন আর চাও পরিচয় ?
প্রতি দিন আস যাও,
প্রায়ইত দেখিতে পাও,
আসি ঐ বাঁধা ঘাটে কাপড় কাচিতে.
এখনও কি পাখী ! তুমি পারনি চিনিতে ?

অথবা দেখিতে বুঝি পাওনি আমায়,
দৃষ্টি-পথ রোধ বুঝি করেছে পাতায় ?
জিজ্ঞাসা করিছু তাই,
জিজ্ঞাসায় কাজ নাই,
বাহিরে বারেক আসি কর দরশন,
কোথায় বল রে মম জীবনের ধন।

তুমিও কি অরে পাখী! বুঝিয়া সময়,
করিতেছ পরিহাস হইয়া নিদয়?
কা কা ছাড় যাও যাও,
মিছা কেন কষ্ট দাও?
দুখের সময় হায়! সাধান্য কথায়,
মন পূর্ণ হয় কত মহৎ আশায়!

বিহঙ্গম! এই কি উচিত হ'ল কাজ,
আশা দিয়া নিরাশিতে হইল না লাজ?
তোমার কথায় আর,
বিশ্বাস হইবে কার,
এক জনে এক বার করিলে বঞ্চনা,
সবে অবিশ্বাস করে তাহা কি জান না?

উড়ে যেতে যেতে পুনঃ ফিরে যে আসিলে?
ভৎ'সনা শুনিয়া বুঝি যাইতে নারিলে?
যা কিছু আছে এ ভবে,
যাবে শুধু কথা রবে,
এ কথা মানসে বুঝি হয়েছে উদয়?
পশেছে কি পাখী! তব মনে নিন্দাভয়?

ভাবে বুঝিতেছি তব হইয়াছে লাজ,
মনে করিতেছ কত করেছ কুকাজ।
অন্যভয়ে ভীত নয়,
কিন্তু নিন্দা-ধর্ম্ম-ভয়,
যার মন আছে সদা করে অধিকার,
জান না কি সবে যশোগান করে তার ?

মম প্রতি নিষ্ঠুরতা করিয়াছ বলে,
বেড়াইব সকলের কাছে বলে বলে,
ধরায় করিয়া আঁখি,
তাই কি ভাবিছ পাখী,
সকলেই অপবাদ করিবে তোমার,
লজ্জায় দেখান মুখ হইবেক ভার ?

না পাখী, সে ভয়ে স্থান দিও না অন্তরে,
বলিব না কারও কাছে ক্ষণেকের তরে।
হবে যা কপালে আছে,
বল অপরের কাছে,
তব নিন্দা করে লাভ হবে কি আমার ?
কোথা নাথ বলে দাও ভাবিও না আর।

তুমি যে করিবে পাখী! মম উপকার,
কোটি কোটি রত্ন দিয়া তাহা পাওয়া ভার।
চিরক্রীত হয়ে রব,
অপরের কাছে তব,
আমা হতে নিন্দা হবে কভু কি স্বপনে,
এমন চিন্তায় স্থান দিতে পার মনে?

বিক্রয় করিতে যদি হয় অলঙ্কার,
তথাপি সোনার বাটী পাখী রে তোমার,
গড়াব সুন্দরকায়,
দুধ ভাত মাছ তায়,
প্রতিদিন রেখে দিব ছাদের উপরে,
মনের আনন্দে তুমি খাবে পেট ভরে।

বল রে কালাতিপাত করিও না আর,
বল রে কোথায় এবে জীবন আমার।
যে সময় যাহা চাবে,
তখনই তাহাই পাবে,
বাগানেতে যত পাখী করে আগমন,
তাদের পাইবে তুমি প্রধান আসন।

বলহ প্রকাশ করে আর কিবা চাও,
সহিতে পারি না কোথা নাথ বলে দাও।
হায় ভালে কি লিখন!
যাই মুখ উত্তোলন
কবি অনুকূলভাবে বিহঙ্গ চাহিল,
অমনি প্রবল বাত্যা আসিয়া যুটিল!

অনর্থ পাইলে রন্ধ্র লভে উপচয়,
সার্থক হইল আজি নাহিক সংশয়!
অভাগী অন্ধের আঁখি,
হায়! কোথা গেল পাখী,
কোথা হতে পোড়া ঝড় আসিয়া যুটিল?
ধূলি-মেঘে অকস্মাৎ অম্বর ব্যাপিল!

চোকে ধূলি দিয়া মোর দেখিতে না দিয়া,
কোথায় পরম মিত্রে দিল উড়াইয়া?
আর কি কখনও তাব,
দেখা পাব পুনর্ব্বার,
আর কি কখন কেহ হইয়া সদয়,
সে ভাবে এ অভাগীর চাবে পরিচয়?

অয়ি প্রবাহিনি! তুমি কল-কল-স্বরে
সহসা কিসের লাগি? ব্যথা কি অন্তরে,
দেখি দ্বিজ-ব্যবহার,
পতিহীনা অনাথার
প্রতি পাইয়াছ? তাই হইরা কোপন
ধারণ করিছ এত মূরতি ভীষণ?

দেখিতে দেখিতে এ কি! বল কি কারণ,
বিস্ফীত শরীর এত, কেন বা গর্জ্জন?
সম্বর সম্বর ক্রোধ,
ক্ষণ কর গতি রোধ,
তরু লতা দ্বিজ দোষী বলে কি এখন,
পাঠাতে হইবে সবে সমনসদন?

প্রণমি তোমায় মাতঃ! আর অগ্রসর
হ’ওনা, সম্বর ক্রোধ সম্বর সত্বর।
অবোধে করেছে দোষ,
তাতে আর কি বা রোষ?
মিছামিছি কেন আর ভীষণ মুরতি?
ক্ষমা কর শান্ত হও করি গো মিনতি।—

দেখি এই ব্যবহার, সাধু সাধু, বার বার,
বলি কত ধন্যবাদ দিনু মনে মনে ;
শুধু পর উপকার, আজীবন ব্রত যার,
হয় তার সদা সম ভাব সর্ব্ব জনে।
শাণিত সুতীক্ষ্ণধার, কাঠুরিয়া বার বার,
কুঠারপ্রহারে করে তরুর ছেদন ;
তবু তারে ছায়াদানে, কৃপণতা কোনও খানে,
করেছে কি কেহ কোনও কালে দরশন ?
দ্বিজিহ্ব-সেবিত বলে, পাঠীর পৃথিবীতলে,
হইয়াছে সাধু-সঙ্গ হীন আজীবন ;
তথাপি কি ফণাধরে, ধরে না সে শির'পরে,
শিখাইতে উন্নতির বিনতি লক্ষণ ?—

যাইবে যদ্যপি মাতঃ! কৈলাসশিখর,
বিরাজেন যথা হর-গৌরী নিরন্তর,
নিবেদন শ্রীচরণে,
দয়া করে রেখ মনে,
ব'লও বাল্যে একমনে পূজিয়াছি হর,
পাইয়াছি তাঁরই বরে বর মনোহর ;

তবে কেন অসময়ে এ দশা আমার ?
কেন মম অশ্রু-ধারা বহে অনিবার ?
উঠিয়াছি ভোর ভোর,
রয়েছে ঘুমের ঘোর,
হর পূজি পাব বর মনের মতন,
শিব-শিবা-সম সুখে জীবন যাপন

হইবে, এভাবে মাতি,
ফুল গাছ পাতি পাতি
করি রাশি ফুল তুলে,
প্রাতরাশ-কথা ভুলে,
আনিয়াছি ভক্তিভাবে পূজেছি চরণ ;
বারেক সে সব যেন করেন স্মরণ।

দুখিনী তনয়া বলে যাতে মনে হয়,
অনাথার প্রতি মাতঃ! হইয়া সদয়,
করিও উপায় তার ;
বিলম্ব করিতে আর,
বলিতে পারি না মাতঃ! প্রণমি তোমায়,
এস ভুলিও না দাসী লইল বিদায়।

হায় বিধি ! দুখজাত করিয়া সৃজন,
একাধারে সবে থাকি দেখায় কেমন,
বুঝি দেখিবার তরে,
বহুকাল যত্ন করে,
দৃঢ়তম বস্তুজাত করি আহরণ,
করিয়াছ বুঝি মম শরীর গঠন ?

পরীক্ষারও বুঝি এই প্রথম সময় ?
না জানি কতই বাকি আছে দয়াময় !
হায় বিদরিয়া হৃদি,
যায় আর কেন বিধি !
অনেক হয়েছে—আরও দিবে কি যাতনা ?
এখনও কি পূর্ণ তব হয়নি কামনা ?

সৃষ্টিমাঝে এরও চেয়ে আছে কি যন্ত্রণা ?
যে ভুগেছে সেই জানে মরমবেদনা !
রে কঠিন প্রাণ ! অরে হৃদয় পাষাণ !
ত্রিভুবনে নাহি কিছু তোদের সমান।
যত বস্তু আছে এই জগৎ-ভিতর,
মানব, তির্য্যক, তরু লতা ধরাধর,

তাহাতে আমার ন্যায় কঠিন জীবন,
কোন কালে কোথায় হেরেছে কোন জন?
হা সীতে! জনক-পুত্রি! রামার্দ্ধশরীর!
তুমিও বিরহানলে হইয়া অস্থির,
জুড়াতে তাপিত প্রাণ ত্যজে রঘুবীর,
পশেছিলে অন্তরেতে মাতা পৃথিবীর!
তব কোন কথা—তুমি অবলা দুর্ব্বল।
কত শত বীর-বৃন্দ কালের কবল,
করেছে আশ্রয় পার পেতে যন্ত্রণার,
কিন্তু কি কঠিন প্রাণ না জানি আমার!
মহাবীর রঘুপতি-অনুজ লক্ষণ,
ইন্দ্রজিৎ-শত্রু, বলে দুর্দ্দম বারণ,
বাণাঘাতে কত বীর,—যাহাদের দাপে,
স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল যুগপৎ কাঁপে;
যাহাদের রণমদে সংহার-প্রসার
হেরি যক্ষ, রক্ষ, নর, দেব হাহাকার-
রবে মহাভয়ে ঘনকম্পিত হৃদয়ে,
চকিত-নয়নে দেখি দশ দিকে চেয়ে,
সকলই আঁধার, নিরুপায় নিরাশ্বাস,
যেন তীক্ষ্ণ করবাল করাল বিনাশ
করিল, পড়িল এই মস্তক উপরে,
গ্রীবাংশে অথবা পৃষ্ঠে ভাবিয়া সমরে,

অভিদ্রুত প্রাণভয়ে করে পলায়ন,
প্রতিপদে ভাবে শেষ হইল জীবন ;
হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবে কালান্তের কাল ,
উপস্থিত বুঝি আজি হইল করাল ;
বুঝি রুদ্রদেব ধরি সংহার-আকার
উপস্থিত ; হায় ! আজি গেল ত্রিসংসার ;—
করিয়া সংহার লভে কীর্ত্তি চিরস্থায়ী,
অপরের কোন কথা, করে ধরাশায়ী,
পৌলস্ত্যেয়-পুত্রে,—ইন্দ্রজিৎ নাম যার,
সুবিখ্যাত হইয়াছে ব্যাপি ত্রিসংসার,
দেবরাজ ইন্দ্রে জিনি,—সমর-শয্যায়,
রাবণের শক্তিশেলে পড়েন ধরায় !
প্রদীপ্ত জীবন-শিখা, উৎকট যাতনা-
বাত্যাবেগে ক্ষণমাত্র হয়ে কম্পমানা,
তখনই ত্যজিয়া দশা, ত্যজি দীপাধার,
তিরোহিত চারি দিক করিয়া আঁধার !
কিন্তু কি কঠিন প্রাণ না জানি আমার !
বিধাতঃ ! স্বয়ং শক্তি করিয়া প্রহার,
কি করিলে বল ? আরও আছে কি বুঝিতে ?
কঠিন আমার ন্যায় নাহি পৃথিবীতে।
বজ্রেরও অধিক মম কঠিন হৃদয়,
অণুমাত্র তাতে আর নাহিক সংশয়।

যে সময়—সেই লোমহর্ষণ সমর-
অনল প্রদীপ্ত হয়ে ভারতভিতর,
দ্রৌপদীর অপমান সহিতে নারিয়া,—
অনলই সতীর গতি ভারত ব্যাপিয়া!
অনলই সতীর গতি হইত চিতায়!
কোলে করে রেখেছিল অনলই সীতায়!—
লোল জিহ্বা ভয়ঙ্কর বিস্তার করিয়া,—
চারি দিকে হাহাকার—মোহে ভুলাইয়া—
দীপশিখা শলভে যেমন মুগ্ধ করে—
ভারতের বীরবৃন্দে ভীষণ সমরে,
ভীষ্ম, ভীমার্জ্জুন, কর্ণ, দ্রোণ মহাবীর,
দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক সুধীর,
অশ্বত্থামা-আদি সবে প্রমত্ত করিয়া,
সমূলে ভারত-বীর-কুল বিনাশিয়া,
তারই সনে ভারতের পুত্রবতী নাম
জনমের তরে,—উঃ কি তুমুল সংগ্রাম!
"সতীরে অবজ্ঞা কেহ করিও না আর,
ভাল করে মনে রেখ স্বরূপ আমার,"
ইঙ্গিতে জগতে ইহা করিয়া প্রচার
বিশেষ রাখিয়া মনে ভারত মাতার,—
পুত্রশোকে পাগলিনী এখনও যাঁহার,
রয়েছে দুর্ব্বহ হৃদে সেই শোকভার;

পরদাস্যে অসহায় কাঙালিনী প্রায়,
দিবস যামিনী যাঁর যায় ভাবনায় ;
"অপোগণ্ড গুলি এই কখনও কি আর
মানুষের মত হায় হবে না আমার !
কখনও কি দাসত্ব-নিগড় বিমোচন
করিতে সমর্থ নাহি হবে সুতগণ ?
কখনও কি কালবলে হয়ে বলীয়ান
উদ্ধার করিতে মোরে নারিবে সন্তান ?
কখনও কি নিজ গৃহে মম সুতগণ,
অসঙ্কোচে সুখে করিতেছে বিচরণ,
সর্ব্বতঃ স্বাধীন ভাব কৃপণতাহীন,
শৌর্য্যবীর্য্যবান বৃদ্ধিশীল দিন দিন,
মূর্ত্তিমান তেজোরাশি যথা দিনকর,
বাধা দিতে কভু কেহ নহে অগ্রসর,
হেরিতে নারিব মম থাকিতে জীবন
হবে না কি সুখসূর্য্য উদয় কখন ?"
এইরূপ নানাবিধ বিষম চিন্তায়,
ক্ষণেক হৃদয় যাঁর শান্তি নাহি পায় ;
হেরিলে যাঁহার শোকে মলিন বদন,
পাষাণও করিতে নারে অশ্রু নিবারণ :—
কিম্বা পতি, গতি যার পরের সেবায়,
হেরেছে প্রফুল্ল মুখ বল কে কোথায় ?

হাস্য তার আস্য ত্যজি করে পলায়ন,
জীবনই মরণ তার মরণই জীবন !—
কুরুক্ষেত্রে, যার নাম হইলে স্মরণ,
আজও ভয় বিস্ময়েতে পূর্ণ হয় মন,
নির্ব্বাপিত হয়,—সে সময়ও যে সকল,
পাদপ হেরেছে কুরু-পাণ্ডবের দল,
রণসাজে মহাদাপে করিতে গমন,
কুরুক্ষেত্র-রণে দিতে আহুতি জীবন ;
এখনও অক্ষুণ্ণ যারা থাকি স্তম্ভপ্রায়,
সেই ভীম আয়োধন স্মরণ করায় ;
যাহাদের কাণ্ড শাখা প্রস্তরসমান,
কঠিন হয়েছে যাতে পড়ে খান খান,
তীক্ষ্ণধার কুঠার, তারাও কি কখন,
ক্ষণেক সহিতে পারে বজ্রের পতন ?
পতনমাত্রেই দেহ হয় অগ্নিময়,
বজ্রের সমান শব্দে বিদরে হৃদয়।
দৃঢ়তম সৌধ যাতে নর-প্রকাশিত
সমুদয় সুকৌশল আছে বিরাজিত,
শত শত বর্ষে যার কাল দুরাচার
কিছু না করিতে পারে করি অত্যাচার ;
অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ প্রলয়ে অটল,
যার কাছে হারি মানে মহা-বায়ু-বল,

কৈলাস সুমেরু হিমাচল বিন্ধ্যাচল—
ধরাধর ধরা ধরে হয়েছে সকল—
ইহারা সংযুক্তবল হয় যদি সবে,
তথাপি কি বজ্র কভু পরাজিত হবে ?
সংশয় নাহিক সবে হবে চুরমার;
কিন্তু কি কঠিন প্রাণ না জানি আমার !
হা বিধাতঃ ! তুমি যাহা করেছ প্রহার,
শত বজ্র শতাংশও হইবে কি তার ?
সেই যে জ্বেলেছ অগ্নি হৃদয়-ভিতর,
ধক্ ধক্ তদবধি জ্বলে নিরন্তর,
এত দিন আর কিছু হলে ভস্মসার
করিত ; কি কিন্তু বল করেছে আমার !
না জানি কি উপাদানে করেছ নির্ম্মাণ,
বাহির হইতে নাহি চায় পোড়া প্রাণ !
দয়াময় ! প্রাণ যায় আর যে সহে না,
প্রাণ যায় যায় নাথ ! কভু কি যাবে না ?
কত পাপ করিয়াছি কখনও কি তার,
হইবে না দয়াময়, শেষ যাতনার ?
এক বার দাও নাথে দাও দয়াময় !
ক্ষণমাত্র দাও, দেখি জুড়াই হৃদয়।
কত যে যাতনা হায় ! তাপিলে হৃদয়,
না ভুগিলে কভু তাহা জানিবার নয়।

ভূতধাত্রি! আজি তব সর্ব্বংসহা নাম
নিরর্থক হয়, আজি বিধি পূর্ণকাম,
হেরিয়া এ অভাগীরে বিজেতা তোমার!
সহিতে সবার শ্রেষ্ঠ কে বলিবে আর,
ধরিত্রি তোমায়? তুমি পার না যে ভার
কোনও রূপে সহিতে, তা সহজ আমার।
সত্য বটে, অধর্ম্মের স্রোত অনিবার,
মহা-বেগে বহমান উপরে তোমার;
সত্য বটে, লোভে মোহে অবোধ মানব,
প্রতি গৃহে তব তুলিয়াছে হাহা রব;
না পেয়ে তৃষার পার জ্বেলেছে সমর-
অনল প্রবল তায় কত নারী নর,
সংখ্যা নাই—তৃপ্তি তার করিতে সাধন,
জীবন আহুতি-রূপে করেছে অর্পণ;
এক দুই তিন নয়, কত শত বার,
কত শত রক্ত-নদী হয়ে শতধার,
বহেছে প্রবল-বেগে বুকের উপর;
বীর-বৃন্দ ছিন্ন-মুণ্ড, কত নারী নর,
ভাসিয়া গিয়াছে তায়, কত শত দেশ,
জনশূন্য গৃহশূন্য শেষে ভস্মশেষ
হয়েছে; অসংখ্য কত লোক অগণন,
কারাগারে ভগ্নমনে ত্যজেছে জীবন;

কঙ্কালাবশেষ কত তনয় তোমার,
অনাহারে—যেন তব গুরু-শোকভার-
দর্শনাসহিষ্ণু হয়ে না হেরি উপায়,—
মনের দুঃখেতে গেছে ছাড়িয়া তোমায় ;
কত বা প্রফুল্ল-মুখ নবীন কুমার,
মূর্ত্তিমান তেজোরাশি তনয় তোমার—
উপযুক্ত পাত্র কত আশা ভরষার—
পড়িয়া বিপাকে পাপ হস্তে বিজেতার,
দুরাশার তৃপ্তি তার করিতে সাধন,
কৃত্তশির হয়ে হায় ত্যজেছে জীবন !
সতেজে কবোষ্ণ রক্তে ভাসায়ে হৃদয়,
নাচিতে নাচিতে অঙ্কে লভেছে আশ্রয় !
পুটপাকসম শোকে অস্থির হৃদয়,
তথাপি বাহিরে তব ভাব শান্তিময় !
নাহি মর্ম্মবিদারণ করুণ নিনাদ,
ক্ষণেকেরও তরে তব নাহিক বিষাদ।
যদিও মানবগণ মিলে অনুক্ষণ,
রাখিয়া পায়ের তলে করিছে পীড়ন,
তথাপি নাহিক রোষ ; ধরিয়া ধারণ
সুশানিত অস্ত্র কত লোক অগণন,
মহোৎসাহে ক্রমাগত করিছে কর্ত্তন,
হরণ করিতে তব হৃদয়ের ধন ;—

মহামোহে মুগ্ধ বৃথা সুখের আশায় ;
মনে সুখ ধনে নয় কখনও কি হায় !
মানুষের মনে ইহা হবে না প্রকাশ,
থাকিবে বঞ্চিত সুখে হয়ে ধনদাস !—
সন্তানেরা সুখে রবে, ক্ষণেকের তরে,
অসন্তোষ নাম নাই কাহার উপরে।
ধীরতার পরাকাষ্ঠা করেছ প্রকাশ—
যে সময় সেই অভাবিত সর্ব্বনাশ
ঘটালে কাঞ্চন মৃগ—হরিল রাবণ
প্রাণের প্রতিমা তব, অমূল্য রতন,
উৎসঙ্গ-শোভন চন্দ্র,—হেরি যার মুখ
হৃদয়ের ধন, পাসরিতে সর্ব্ব দুখ,—
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা সবংশে নিহত
হইতে ; তখনও তুমি শুন অবিরত
হাহাকার আর্ত্তনাদ মর্ম্মবিদারণ—
“ হা মাতঃ, হা তাত, কোথা দেবর লক্ষণ
আর্য্যপুত্র ! কোথা সবে রহিলে এখন ?
তোমাদের সীতা যায় জনম মতন।
কোথা নাথ ! কে নে যায় কোথায় আমায়?
কোথায় রহিলে নাথ ! হায় প্রাণ যায় !
অয়ি মাতঃ বসুন্ধরে ! এই যে তোমায়,
জাগরিত দেখিলাম, এ কি দশা হায় !

হইল আমার মাতঃ! কি ঘটিল আজ,
বিনা মেঘে অকারণে কে হানিল বাজ?
এই যে মা তুমি এত করিলে আদর;
কে তোমায় ঘোর ঘুমে করিল কাতর?
তোমার প্রাণের সীতা কে লইয়া যায়?
অঙ্ক শূন্য হায় মাতঃ! কোথা তনয়ার
দিলে বিসর্জ্জন! চেয়ে দেখ এক বার,
জনমের মত সীতা যায় গো তোমার!
আর কি ভাবিছ মাতঃ! রহিবে জীবন!
আর কি মা কোনও কালে পাব দরশন!
আর কি তোমার কোলে কখনও বসিব!
আর কি তোমার মুখ দেখিতে পাইব?
আর্য্যপুত্র আর কি গো না হেরি আমায়
বাঁচিবেন? সর্ব্বনাশ হ'ল এ কি হায়!
অভাগীরই তরে প্রাণ যাইবে তাঁহার—
হায় কি দারুণ দশা হইল আমার!
উঠ মা, বাড়ায়ে হাত ধর গো আমায়,
ওমা কি হইবে! তব হাত ছেড়ে যায়!"
বলিতে বলিতে, হেরি দশানন-রথ,
উঠিতে লাগিল যত ছাড়ি শূন্য-পথ,
ব্যাকুল-পরাণ সতী, এই বিমূর্চ্ছিত,
হইল চেতন এই, এই তিরোহিত—

নৈরাশ্যে সুদীন দৃষ্টি—দর-দর-ধারে
দুনয়নে বহে নীর—ডাকিয়া তোমারে
তারস্বরে স্বরভঙ্গ হইল যেমন,
নীরব নীরজমুখ—শুধু দু নয়ন
অশ্রুপূর্ণ—যেন দুটি শ্বেতাব্জের দল,
বিপর্যস্ত, মাঝে দুটি ভ্রমর কেবল,
ভাসমান স্থির জলে—করিল প্রকাশ
শূন্য মন—অধিবাসী কেবল নৈরাশ।
ব্যাধহস্ত-নিপতিতা হরিণী যেমন,
চকিতা—চঞ্চল-দৃষ্টি—করে .আকিঞ্চন
প্রাণপণে পলাইতে ; না দেখি উপায়
হীনবল হয়ে শেষে পতিতা ধরায়—
প্রাণভয়ে ব্যাকুলিতা—সেরূপ তখন,
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সতীত্ব-রতন,
কেমনে থাকিবে, এই ভয়ে মহাভীতা—
শিথিল-বন্ধন দেহ—লতা উন্মূলিতা
পড়ে যথা—স্রস্ত বাহু—আলু থালু কেশ—
বলিত কন্ধরা—যেন নিদ্রার আবেশ
হইল উৎকট—স্রস্ত চরণ-যুগল—
মনে নিরাশার ঝড় বহিছে প্রবল,
করিল প্রকাশ সোষ্ম আয়ত নিশ্বাস—
সশব্দে পতিতা সীতা—উঃ কি সর্ব্বনাশ !

অশনি-পতন হইলে যেমন,
তখনই জীবন করে পলায়ন ;
তেমতি সীতার যেমন পতন,
স্তম্ভিত শরীর, বিগত চেতন,
বহে না নিশ্বাস-পবন আর ;—
জীবিতের চিহ্ন কিছু মাত্র নাই,
হইল ব্যাকুল কিঙকরী সবাই,
মহা হুলস্থূল পড়িল বিমানে,
আর কি মানবী বাঁচিবে পরাণে ?
শশ-ব্যস্তে কেহ পবন ব্যজন,
কেহ করে মুখে সলিল সেচন,
সকলেরই মুখে শোকের ভার।
শোকে নিমগন হ'ল চরাচর,
ভূচর খেচর পশু পাখী নর ;
প্রসন্নতা আর নাহি কারও মুখে,
সবে দগ্ধ হয় নিদারুণ দুখে ;
দশ দিক হ'ল অন্ধকারময় ;
দেব রামচন্দ্র "হায় রামময়-
জীবিতে ! কোথায়, কি দশা তোমার ?
দেখিতে পাইব কখনও কি আর ?
হায় কি দারুণ দশা উপস্থিত !"—
শোকবিকলিত পতিত মূর্চ্ছিত—

"হা সীতে!" বলিয়া তরুর তলে ;
সে সময়ও পৃথ্বি জেনে শুনে সব,
অনায়াসে ছিলে হইয়া নীরব ;
জীবন-সংশয় মূর্চ্ছা বার বার,
উৎকট যাতনা কন্যা জামাতার ;
শোণিত-লোলুপ, ভীম-দরশন-
ব্যাঘ্র-কুল-মাঝে, হরিণী যেমন
ব্যাকুলিতা—তথা নৃশংস রাক্ষসে
পরিবৃতা সীতা, বিমূর্চ্ছিতা ত্রাসে ;
এ সবও দেখিয়া ধরণী তোমার,
হয় নাই শোকে হৃদয়-বিদার,
সর্ব্বংসহা তাই সকলে বলে।
সর্ব্বংসহা কেহ বলিবে না আর—
যত দিন ববে অভাগীর ভার,
তত দিন ভবে রহিবে ঘোষণা;
অভাগীর ন্যায় সহিতে যন্ত্রণা
কেহ নাই আর ; পাষাণে হৃদয়
নির্ম্মিয়াছে বিধি বজ্রলেপময়,
বিদীর্ণ হবে না আন্তর তাপে ;—
তাপিলে অন্তর বল কে কোথায়
সহিতে পেরেছে সুধাই তোমায় ?
অথবা কি কায পরের কথায় ?

সর্ব্বংসহা তুমি—সুধাই তোমায়—
তাপিলে অন্তর পার কি সহিতে?
পার কি কখনও চাপিয়া রাখিতে?
বিদরে না বক্ষ বিকট দাপে?
বিদরে না বক্ষ করিয়া প্রচণ্ড,
ভয়ঙ্কর ধ্বনি কাঁপায়ে ব্রহ্মাণ্ড!
লেলিহান যেন গ্রাসিতে ভুবন,
ভয়ঙ্কর শিখা নভ আক্রমণ
করে না ভুবন আলোকময়?—
কর না কি অগ্নিরাশি বরিষণ,
মহা তাপে তপ্ত করি ত্রিভুবন?
অগ্নিময়ী নদী কর না উদ্গার?
কত শত গ্রাম করি ছার খার,
বহমান যার প্রবাহ-মাঝে
ছট ফট করি পরাণ ত্যজে,
ভূচর খেচর প্রাণী অগণন,
নিমেষেতে যায় শমন-সদন;
এই হাহাকার উচ্চ আর্ত্তরব,
এই ভস্ম-রাশি প্রকৃতি নীরব!
বল এই সব হয় না হয়?
হয় কি না হয় বলিবে কি আর?
অভাগী নিশ্চয় বিজেতা তোমার;

যে তাপে অন্তর দহে অনিবার,
তব তাপ নয় শতাংশও তার ;
দেখ পৃথ্বি! তবু হইয়া নীরব,
অকাতরে সহ্য করিয়াছি সব ;
বিদারিত তবু হয়নি হৃদয়,
হ'ল এই বার হ'ল পরাজয় ;
যত দিন ববে অভাগীর ভার,
তত দিন হবে কলঙ্ক প্রচার ;
এ কি ধাত্রি! কভু তোমার সাজে ?—
সাজে কি তোমায় এরূপ ঘোষণা,
মানবীর মত সহিতে পার না ?
তাই বলি স্থান দাও গো উদরে,
চাই না গো নাম তোমার উপরে,
চাই না থাকিতে প্রাণী-সমাজে।
চাই না গো গেহ, চাই না এ দেহ,
ত্রিভুবনে মম নাই আর কেহ,
যাক দেহ গেহ জীবন অসার,
যাক সব যাক, কিসের সংসার ?
কিসের সংসার অনাথার আর ?
দিননাথ গেছে হয়েছে আঁধার,
আর কি গো তাঁর উদয় হবে ?—
সুখসূর্য্য মাতঃ! উঠিবে কি আর ?

মানস-নলিন দিবে কি সাঁতার,
আনন্দ-সলিলে আবার হাসিয়া ?
কুবলয়-দুখে সদয় হইয়া,
আর কি কখনও ঘনারি আসিয়া,
ঘন-আড়ম্বরে দিবে উড়াইয়া ?
হেন সদাগতি আছে কি ভবে ?
তাই বলি ভবে থাকিতে না চাই,
দাও দুখিনীরে উদরেতে ঠাঁই।
নিগড়িত পাখী শৃঙ্খলের ভারে,
গগনে উঠিতে কখনও কি পারে?
সহচর কোথা পলায়েছে তায়,
খুঁজিয়া লইতে সদা মন ধায় ;
কি করিবে হায় ! কি হবে উপায়,
দিবস যামিনী যায় ভাবনায় ;
নাহি গায় আর সে মধুর রবে,
শুনিয়া মোহিত নর নারী সবে,
হইত যে স্বর ; নাই সে বরণ,
সে সুন্দর দেহ কঙ্কাল এখন।
আমোদে গলিয়া তেমন আর,
দর্শকের নাশি দুখের ভার,
নাচিতে কখনও দেখ কি তায় ?—
দেখিবে কি নৃত্য জনম মতন,

সহচর সহ করেছে গমন ;
গমন করেছে সহচর পাছে,
আগেকার সব শুধু কাছে আছে,
চিন্তার ভাণ্ডার দুখের আধার—
আর কি কখনও পাবে তার পার ?
কে করিবে দূর সন্দান দায় ?
সন্দান মোচন কর এক বার,
এখনই দেখিবে সুধার আধার,
মনোহর স্বর করি বরিষণ,
সার্থক করিবে শ্রবণ-ধারণ ;
হৃদয় পূরিয়া ধরিয়া তান,
আমোদে নাচিয়া করিবে গান ;
এখনই দেখিবে দেখিতে দেখিতে,
দিব্য রূপ তার হবে আচম্বিতে ;
দরশন তৃপ্ত হইবে যায় ;—
কৃতজ্ঞদর্শনে হেরি তব পানে,
এখনই দেখিবে উঠিবে বিমানে ;
হরষে নির্ভর, গদ-গদ-স্বর,
কৃতজ্ঞতা-রাশি বরষি অন্তর,
হইবে অগুরু শরীর মতন ;
চিন্তার কবল এড়ায়ে তখন,
উপরাগমুক্ত শশিকলা প্রায়,

যাইবে বিমান বিকাশি বিভায় ;
তোমারই সুযশ হইবে তায়।
তাই বলি যদি সুযশ চাও,
অভাগীর তবে মানস পূরাও।
যাব যে কোথাও তার পথ নাই,
শরীরের ভার হয়েছে বালাই।
অনাথায় স্থান সদয় হইয়া
দাও, পাঁচে পাঁচ যাক মিশাইয়া।
যে বলে বলুক—পাঁচের বিকার,
বহু ভাগ্যফলে পৃথিবীর সার,
লভে জীবগণ—রমণী জীবন-
পতি বিনা পারে জীবন ধারণ
করিতে সুখেতে ? যে পারে তায়,—
তায় নারী নাম কখনও কি সাজে ?
ধিক তায় ধিক, ত্রিভুবন মাঝে,
শরীরার্দ্ধভূত মুরতি মোহন,
উদ্ভাসিয়া যার হৃদয়-গগন,
অকলঙ্ক পূর্ণ সুধাংশু সংকাশ
নিরানন্দ-তমো নাহি করে নাশ ;
যাহার হৃদয়ে রমণী-রতন,
অমূল্য রত্নের শোভায় ধারণ
না করে, তাহার আছে কি হৃদয় ?

নয় সে হৃদয় সে হৃদয় নয়,
সে হৃদয় তার নরক প্রায়।
নরকের প্রায়, নরকের প্রায়,
নরকের প্রায় বলিবই তায়।
সুষমায় রতি হ'ক পদানত—
কিম্বা অমরায় যারা অবিরত,
সহামরনাথ করিছে বসতি,
কিম্বা দেবযোনি রমণী-সংহতি,
হ'ক তার কাছে হ'ক নতশির—
পারিজাত জিনি হউক শরীর
সৌরভ-আকর—তায় ত্রিভুবন
আমোদে পূরিত করুক পবন—
তায় বিনোদন হউক সবার—
দেবাদেব সবে করুক প্রচার,
সে রূপের যশঃ—আমোদ নির্ভর
হইয়া করুক অলকা-ঈশ্বর,
তার প্রসাধন,লয়ে মনোমত
রত্নরাশি বাছি, রত্নাগারে যত,
আছে রত্নাকর-মথিত রতন—
রূপে সে হরুক জগতের মন—
তবু কি ঘৃণিত আছে তার মত ?—
তার—যার মনে সদা অন্ধকার ;

অধর্ম্ম-তনয়া দুষ্প্রবৃত্তি যার
নিত্য সহচরী, লয়ে কুটিলতা,
প্রিয়তমা কন্যা, নরক-বারতা,
মহামোদে সদা করিছে বিস্তার—
মোহিতে মানস নানা অলঙ্কার,
কল্পনা কিঙ্করী যাহার আজ্ঞায়,
নারক আচারে সতত পরায়—
যাহার মানসে পাপ-পরিবার,
মানস-মোহন স্বর্গীয় আকার,
করিয়া ধারণ সদা সমুদিত,
সহ পরিবার ধর্ম্ম তিরোহিত—
অসতী-পিশাচী-মন্ত্রণার বলে,
ক্ষণেকেরও তরে যার মন টলে—
অনর্থের মূল অর্থ-লালসায়,
অপথে যাইতে যার মন ধায়—
সুঘটিত অস্থিমাংস দরশনে,
জঘন্য ভাবের আবির্ভাব মনে,
হয় যার—যেই স্বপনেও পারে,
ইহামুত্র গতি পতি-দেবতারে,
নির্ম্মম হইয়া অন্তর করিতে,
ক্ষণেকেরও তরে অন্তর হইতে—
কি ভেদ সে মন নরক-কুণ্ডে ?

কৃমি মল মূত্র গলিত মুণ্ডে
পূর্ণ—পূতি-বাষ্প-মেঘে নিরন্তর
তমোময়, যাতে পিশাচ নিকর,
কিল কিলা রবে মহামোদে ভোর,
নাচিছে গাইছে চেঁচাইছে ঘোর,
সোমরস সম করিতেছে পান
রক্ত পূয় ; কেহ করি খান খান,
অর্দ্ধদগ্ধ শব করিছে ভক্ষণ ;
হাসিছে বিকট, বিকট দশন
করিয়া বাহির প্রেত অগণন—
নাহিক বিরাম নাহি এক ক্ষণ—
প্রেতিনী শঙ্খিনী অনুরূপ লয়ে,
উৎকট বাসনা-বলে মত্ত হয়ে
পৈশাচ আচারে সতত রত।

এইরূপে সতী পাগলিনী প্রায়,
বকিতে বকিতে বসিল ধরায়,
অশোকের তলে—বুঝি মুগ্ধা মনে
ভাবি অশোকের শোক-নিবারণে
আছে অধিকার—উজলিয়া বন ;—
যেন বন-দেবী বিষাদে মগন—
বক্র শিরোধরা—কবরী-বন্ধন
গলিত—স্খলিত চারু সুচিকণ

কেশদাম চাপি সুচারু আনন ;
আহা কি সুন্দর মানস-মোহন,
অযত্ন-রচিত স্বভাব-শোভা ?
আছে কিছু হেন মানস-লোভা ?
বাহু-বল্লী শ্লথ পতিতা ধরায়,
যেন স্বর্ণলতা সমুদিতা তায় ;
মধুকরাঙ্কিত বুক্ত কাবস্থিত,
কমল-কলিকা-পলাশোপমিত,
নয়ন যুগল অশ্রু ঝর ঝর,
যেন শ্বেত শুক্তি মুকুতা নিকর,
মোচিল ; দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়,
যেন বনস্থলী, হয়ে পরিচয়,—
কার স্বর্ণলতা আশ্রয় বিহনে,
হয়ে বিষাদিনী ফেরে বনে বনে—
লইবার তরে, সান্ত্বনা করিতে,
চেষ্টিত হইল সকরুণ চিতে।
মৃদু মন্দ শীত বহিল পবন,
তরু লতা গণ পুষ্প বরিষণ,
আনন্দে মাতিয়া করিল তখন,
জুড়ায়ে সতীর তাপিত জীবন।
পতিত হইল ফল পরিণত,
সরস মধুর মুনিমনোমত ;

সাথে বনস্থলী কৈল অর্ঘ দান,
রাখিল সম্যক অতিথি-সম্মান।
বল্লীরাজি মন্দ-মারুত-চালিত,
কেহ মুখে কেহ পৃষ্ঠে নিপতিত,
কেহ বা চরণে—যেন লতাগণ
সান্ত্বনা করিয়া সাদরে চুম্বন
কেহ বা করিল—হস্ত আমর্শন
কেহ গাত্রে—কেহ চরণ সেবন
করিবারে তায় বিগত-বেদন।
মনের বেদন কিসে হবে দূর,
ভাবি বনস্থলী হইল বিধুর ;
কি উপায়ে সতী পাইবে সান্ত্বনা,
এই ভাবি যেন হইয়া বিমনা,
চিন্তায় মগন হইল তখন ;
নীরব হইল তরুলতা গণ।
বার্ত্তা মাত্র নাই কারও মুখে আর ;
যেন ক্ষণমাত্রে চিন্তার পাথার
গ্রাসিল সকলে—এই ভাবে সবে
কিছু ক্ষণ ধরি থাকিল নীরবে।
শেষে বনস্থলী স্থির করি মনে,
সঙ্গীতের শক্তি শোক-নিবারণে,
সর্ব্ববাদিমত কৈল আজ্ঞা দান,—

"মনোহর স্বরে সবে কর গান।"
নির্জ্জীবের চিহ্ন কিছু নাই আর,
স্বর্গের সুষমা হইল প্রচার ;
বনস্থলীময় যেখানে নয়ন
পড়ে, সেই খানে আনন্দ-লক্ষণ ;
যেন কোন দেব সর্ব্ব-শক্তিমান,
অচেতনে জীব করিয়া প্রদান,
অপার আনন্দে রাখিলেন সবে,
মানস-মোহন করিতে ভবে।
এই মূর্ত্তিমতী শোভা নিরখিয়া,
আর কি তাপিতা সন্তাপিত-হিয়া,
থাকিতে কখনও পারে বহু ক্ষণ ?
কখনই নয়—অনাথার মন,
তাইতে ভুলিল,—ভুলিল তখন
সংসার-যাতনা—বিরহদহন
নির্ব্বাপিত প্রায় হ'ল সে সময়,
স্বরূপ-বিস্মৃতি হইল উদয় ;
উত্তেজনা-রাশি কমিল তখন,
হ'ল হীনবল বিরহ-দহন,
কল্পনা হইল শান্তি-প্রদায়িনী ;
আজ সুপ্রসন্না চিরবিষাদিনী।
মলিন বদন উজ্জ্বল-বরণ,

সহসা হইল চারু সুচিকণ
হাস্য-বিকসিত কমল-বদন।
কেন কি কারণে হেন ভাবান্তর?—
দুনয়নে ধারা বহে দর দর;
কেন কে বুঝিবে? বুঝিবে সেই,
প্রণয় কেমন জেনেছে যেই।
দুনয়নে ধারা বহে দর দর,
বাষ্পভরে অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠস্বর,
আরম্ভিল বালা ব্যাকুল-অন্তর।—
"কি সুখের দিন পাষাণ হৃদয়!
বল আজি তোর? ত্রিভুবনময়,
সুখের কারণ আছে কি আর?
সে যে বহু দিন গেছে পলাইয়া
তবু কিসে বল রে পাষাণ হিয়া,
কমিয়াছে তোর দুখের ভার?
চিরব্রত যার চরণ-সেবন,
করেছিলি এবে কোথা সেই জন?
কোথা বল সেই হৃদয়ের ধন,
মানস-মোহন অমূল্য রতন?
মণিহারা ফণী হয়ে কি রে আর,
বহিবারে সাধ হয় দেহভার?
তরু গেলে ছায়া থাকে কত ক্ষণ?

বায়ু বিনা ক্ষণ থাকে কি জীবন ?
জীবন ছাড়িয়া ধরিতে জীবন,
জীবনের জীব পারে কত ক্ষণ ?
ভুলেছিস কি রে হয় স্রোতস্বতী,
সাগরে মিলিতে কত বেগবতী ?
চলে অবিশ্রাম, চলে অনিবার,
কার সাধ্য গতি রোধ করে তার ?
অনিবার্য্য বেগ কেবা রোধে তায়,
রত্নরাশি দিয়া ফিরান কি যায়,
ক্ষণেকের তরে ? উচ্চ ধরাধর,
বাধিতে কভু কি হয় অগ্রসর ?
দেখিয়া সংরম্ভ ভয়েতে অস্থির,
ক্রমে ক্রমে ক্রমে হয় নতশির ;
পাছে উৎপাটিত বিদারিত করে,
এই ভয়ে পথ দেয় শির'পরে।
এ সব ভুলিয়া কিসে বল মন,
কিসে শান্তভাব করিলি ধারণ ?
বাহ্যভাবে কি রে হইলি মগন ?
ভুলেছিস কি রে কথা সে সকল ?
কেমনে ভুলিলি ? জ্বলন্ত অনল-
অক্ষরে লিখিত সে কি ভুলা যায় ?
মানসান্ধকার যত বৃদ্ধি পায়,

শুভ সমুজ্জ্বল দীপ্তি হয় তায়।
সে সব ভুলিতে থাকিতে প্রাণ,
পারিব না, এত বলি ম্রিয়মাণ,
শূন্য মনে সতী থাকি কিছু ক্ষণ,
সহসা চকিতে করিয়া স্মরণ,
যেন কিছু সতী ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস—
কেমনে ভুলিব? এ কি সর্ব্বনাশ
হয়েছে আমার নাথ! কত মহা পাপ
না জানি করেছি তাই এত পরিতাপ!
স্মরিলে বিদরে হৃদি, আর প্রাণে সয় না,
জাগিছে জাগিবে মনে,
যাবে না শরীর সনে,
কথা কটি "ঈশ্বর করুন যেন হয় না,
কিন্তু প্রিয়ে, চির দিন সমান ত রয় না।
প্রিয়ে সমান ত রয় না।
আজি ধরাপতি যেই, কালি ধরানতি সেই,
কালের কুটিল গতি বুঝা কভু যায় না,
অদৃষ্টের শুভ দৃষ্টি কেহ চির পায় না,
প্রিয়ে কেহ চির পায় না।
আজি সুখে আছি বটে, কি জানি কি কালি ঘটে
তুমি রে আমার তাই তোমারে সুধাই রে,
তব সম ত্রিভুবনে কেহ আর নাই রে,

প্রাণের পুতলি তাই তোমারে সুধাই রে,
প্রিয়ে তোমারে সুধাই রে।
যদি দুরদৃষ্টফলে, অদৃষ্টের চক্রতলে,
পড়ি উঠিবার প্রিয়ে! শক্তি আর হয় না,
সর্ব্বস্ব বিগত হয় কপর্দ্দকও রয় না,
প্রিয়ে! কপর্দ্দকও রয় না;
প্রিয়ে! তোমারে আমার, তবে কি পারিব আর,
বলিতে? থাকিবে তুমি ঠিক কি এমন রে?
সংসার দেখিয়া মন করে যে কেমন রে,
প্রিয়ে! করে যে কেমন রে।
পবিত্র প্রণয়-ধন, লভিয়াছে কয় জন?
স্বার্থ-সুশোভিত তাই এমন দেখায় রে,
ছদ্মবেশ উন্মোচিলে ঘৃণা হবে তায় রে,
তাই সুধাইতে প্রিয়ে! মন মম ধায় রে,
প্রিয়ে! মন মম ধায় রে।
জীবন প্রদীপ্ত শিখা প্রেয়সি! আমার রে,
পবিত্র-প্রণয়-স্নেহবতী দশা তার রে
তুমি, কি নির্ব্বাণ প্রায়, দুখের বাত্যায় তায়,
সমূলে বা নষ্ট, কভু পারিবে কি করিতে?
পারিবে কি? দূরে যাক, হৃদি কাঁপে স্মরিতে,
প্রিয়ে! হৃদি কাঁপে স্মরিতে।"

আর এক দিন নাথ হয় কি স্মরণ ?
হয়েছিল কার্য্য-বশে তব প্রয়োজন,
শতাধিক মুদ্রা, হাতে ছিল না বলিয়া,
হাসিতে হাসিতে আসি লজ্জিত হইয়া,
চেয়েছিলে এক খান মম অলঙ্কার,
বন্ধক রাখিয়া টাকা করিবারে ধার ;
কিন্তু কি দুর্ম্মতি মম হইল তখন,
স্মিত-বিকসিত মুখে করিনি অর্পণ ;
শুধু তাই নয়, আরও করি উপহাস,
"নামটি দিবার নাই লইতে প্রয়াস।"
শুনিয়া অপ্রিয় কথা না করি উত্তর,
সেই দিনই না বলিয়া গেলে স্থানান্তর।
কত শত আপনাকে দিলাম ধিক্কার,
আসিবার তরে লিখিলাম কত বার,
পাঠালাম শত মুদ্রা রাখি অলঙ্কার ;
কিন্তু অনাত্মীয়োচিত মম ব্যবহার,
হয়েছিল বলে নাহি আসিলে সত্বর ;
এখনও জাগিছে মনে লিখিলে উত্তর।—
"সেই নিদারুণ কথা শুনেছি যখন,
তখনই বুঝেছি প্রিয়ে ! বুঝেছি তখন,
সে সুখ গিয়াছে মম জনম মতন,
ভালবাসা শুধু তব মুখের বচন।

এত দিন ভাল রূপ তাহা বুঝি নাই,
আপনার ভাব তুমি ভাবিতাম তাই।
হায় কি বিষম ভ্রম! পারিলে যখন,
বলিতে তেমন কথা আর কি তখন,—
যে সময় নিরাশার প্রবল পবন,
বহিবে প্রচণ্ড বেগে; হইবে যখন
উৎপাটিত প্রায় হৃদি সমূলে; আঁধার
হইবে জগৎ সম বিজন কান্তার;—
থাকিতে উজ্জ্বল রবি, রাকা নিশাকর,
থাকিতে প্রশান্ত নভে তারকা নিকর,
থাকিতে স্বভাবে প্রকৃতির মনোলোভা,
বিকৃতিহারিণী শান্তিপ্রদায়িনী শোভা;—
থাকিতে সকল, হায়! কে আছে আমার,
ভাবিয়া বিলোপ শঙ্কা হবে চেতনার;
যে সময় ভার সম হইবে জীবন,
হায়! অভাগার কি রে নাহিক মরণ!
এই রূপ নিরন্তর হবে যে সময়,
উৎকট-যন্ত্রণা-বলে অস্থির হৃদয়;—
আর কি তখন কভু ভুলাইব মনে?—
"আছে রে আছে রে তোর আছে ত্রিভুবনে,
আছে এক জন যারে বলিতে আমার,
সুখ দুখ শোক তাপে আছে অধিকার।"

ভালবাসা কারে বলে ?—যদি নিজ প্রাণ,
অকাতরে পার তুমি করিবারে দান,
তার তরে যারে বল আমার আমার,
প্রাণ দিলে যদি প্রাণ থাকে রে তাহার;
তবেই জানিও অরে জানিও নিশ্চয়,
প্রণয়-রতনে তব মণ্ডিত হৃদয়।
অন্যথা, ভাবিয়া যদি "অমুক আমারে,
সুখে রাখি সাজাইয়া রত্ন অলঙ্কারে,
সুখসেব্য আবশ্যক যখন যা চাই,
তখনই হইয়া ব্যস্ত আনি দেন তাই,"
আপনার ভাব, তবে জানিও নিশ্চয়,
সে তোমার ভালবাসা কখনই নয়;
আপনারে ভালবাসা,—সুধাই তোমায়,
ত্রিজগতে কে না ভালবাসে আপনায় ?
ভালবাসা সেই জানে, যাহার হৃদয়,
নিজ সুখে দৃষ্টিহীন, সকল সময়,
ভাবে ভর্ত্তা কিসে সুখে রবে অনুক্ষণ,
তারই তরে নিরন্তর করে আকিঞ্চন;
কি সুখ কি দুখ বল সকল সময়,
এক ভাবে পতিগত যাহার হৃদয়;
দারিদ্র্যে কণাও যার না কমে আদর,
সৌভাগ্যে না হয় যার যত্ন বহুতর;

দশা হীন হলে যার দুখের বিভাগ,
লইবারে অণুমাত্র না হয় বিরাগ;
সেই ভালবাসে তার জানিও নিশ্চয়,
প্রণয়-রতনে প্রিয়ে! মণ্ডিত হৃদয়।
সুখের সময় যথা হাসিয়া হাসিয়া,
সহচরী হতে যাও আমোদে মাতিয়া,
সর্ব্বদা প্রসন্ন মুখে কর সম্ভাষণ,
অকাতরে ধন মন কর সমর্পণ;
মাঝে মাঝে বল যথা "ত্যজিতে জীবন,
যদি কোনও কালে হয় তোমার কারণ,
তাহাতেও অণুমাত্র ব্যথিত হৃদয়,
হবে কি? হবে না তুমি জানিও নিশ্চয়।"
মরিবার কথা হলে বল রে যেমন;—
"তুমি গেলে কোন সুখে ধরিব জীবন?
জগৎ আঁধার হবে, জীবন আঁধার,
কোন সুখে পোড়া প্রাণ থাকিবেক আর?
যাইবে, যাইবে, যদি না যাইতে চায়,
যাইবই তব পাশে ছাড়িয়া তাহায়";—
সেইরূপ, যদি তুমি দুখের সময়,
আপনার হতে পার অভিন্ন হৃদয়,
তখন দেখিয়া যদি হাসিয়া হাসিয়া,
অন্তরে হাসিয়া, পার জুড়াইতে হিয়া;

তখন যদি রে সেই প্রসন্ন আনন,
অযত্নের কোন চিহ্ন না করে ধারণ;
তখন যদি রে পার গলায় ধরিয়া,
সম্বোধিতে সুধামাখা 'আমার'—বলিয়া ;
তখনও যদি রে তব কোমল হৃদয়,
নির্ম্মল আনন্দরসে উচ্ছ্বলিত হয় ;
তখনও যদি রে তুমি থাকি মম কাছে,
ভুলিতে সকল পার জগতে যা আছে ;
নির্ম্মল স্বর্গীয় সুখ যদি রে উদয়,
অন্তরে হইতে পারে তব সে সময় ;
তা হইলে জানি তুমি পৃথিবীভূষণ,
অকপট ভালবাসা জানে তব মন,
চিনিয়াছ সতীত্ব-রতন কারে বলে,
জেনেছ " প্রণয়-রত্ন অমূল্য ভূতলে,
যে লভেছে সেই নিত্য ভুঞ্জে স্বর্গ সুখ,
হারায় যে জন তার ফাটে সদা বুক"।
কত বা করিব মনে !—

সেই যে শয়ন-কালে করিতে প্রার্থনা,
শিখাইয়াছিলে নাথ ! বলিয়া "ভুল না,
ভুল না যদিও আগে ত্যজিয়া তোমায়,
কি জানি অদৃষ্টবশে ত্যজিতে ধরায়,
হয় প্রিয়ে ! তথাপিও এই ভিক্ষা চাই,

যেন তব মুখে নিত্য শুনিবারে পাই,—
যখন যামিনী-যোগে করিবে শয়ন,
মনের সহিত প্রিয়ে ক'রও উচ্চারণ;—"

"জ্ঞানানন্দময়, সর্ব্বসাক্ষী, সনাতন,
প্রণিপাত করি পিতঃ! করহ গ্রহণ।
কত পাপ করিয়াছি নাহি অগোচর,
স্মরিলে সে সব কথা বিদরে অন্তর;
লইতে তোমার নাম মনে হয় ভয়,
তুমি শুধু অগতির গতি দয়াময়!
পতিত-পাবন তুমি আমি অসহায়,
তোমা বিনা অন্য মম নাহিক উপায়।
পাপ হতে রক্ষা কর ধর্ম্মে দাও মন,
পাপ চিন্তা নাহি যেন করে জ্বালাতন।
তোমার জ্যোতিতে করে হৃদয় উজ্জ্বল,
পাপ-যুদ্ধে জয়ী হতে মনে দাও বল।
প্রলোভনে কভু যেন মানসে আমার,
মায়া বিস্তারিয়া নাহি করে অধিকার;
সদা যেন ধর্ম্ম-পথে করি বিচরণ,
মস্তক তোমার কোলে রাখিয়া শয়ন

করি, প্রভো! রক্ষা কর পুত্র পরিবার,
প্রভাতে উঠিয়া যেন পুনঃ নমস্কার,
করিতে সমর্থ হই এই ভিক্ষা চাই,
তোমার সেবায় যেন জীবন কাটাই।”

“করিতেছি যেই ভাবে সময় যাপন,
ঠিক সেই ভাবে প্রিয়ে! ক’রও আচরণ,”
বলেছিলে, “কি জানি যদ্যপি প্রিয়ে! হয়,
ত্যজিতে তোমায় পূর্ণ না হতে সময়,
তা হলে কি হবে প্রিয়ে! ভাবি মহা ভয়
হয় মনে, হবে কি মিলন পরে? নয়
এক রূপ কর্ম্ম-ফল—তবে এক ঠাঁই
কেমনে মিলিব পরে? প্রিয়ে! বলি তাই,
এক ভাবে দুই জনে জীবন কাটাই,
তবে ত মিলিব পরে ঈশ্বরের ঠাঁই।
করিতেছি যেই ভাবে সময় যাপন;
ঠিক সেই ভাবে প্রিয়ে! ক’রও আচরণ;
তা হলে যদিও হয় বিরহ ঘটন,
অকালে তথাপি পরে হইবে মিলন;
অবশ্য মিলিব প্রিয়ে! নাহিক সংশয়,

এই কটি কথা প্রিয়ে ! মনে যেন রয়। ”
জানি কি তখন সত্য ছাড়িয়া আমায়,
অকালে যাইতে নাথ ! হইবে তোমায় !
প্রার্থনা রচিয়া যবে করালে শ্রবণ,
কত সুখে নেচেছিল হৃদয় তখন ;
ভাবিলাম হবে মম পুত্র পরিবার,
মনোমত হবে মম সুখের সংসার,
ঈশ্বর-প্রসাদে, তাই এরূপ প্রার্থনা,
বাহিরিল নাথ-মুখে পূরিবে কামনা ;
স্বামী পুত্র লয়ে সদা ঈশ্বর-সেবায়,
জীবন যাপিব সুখে তাঁহার কৃপায়।
ভবিষ্যৎ বাণী সম রচনা তোমার,
আগন্তুক-সুখ-আশে হৃদে কত বার,
আমোদে নাচালে হায় ! জানি কি তখন,
তব আশঙ্কারই শেষে হইবে পূরণ !
জানি কি হইবে বিনা মেঘে বজ্রপাত,
জানি কি তাহাই শিরে করিবে আঘাত !
যা হবার হল, ছিল অদৃষ্টের ভোগ,
কে খণ্ডিবে তাহা, কিন্তু হবে কিসে যোগ,
পুনরায় নাথ ! যথা ধায় তরঙ্গিণী,
সাগর-বিরহে নাথ ! হয়ে বিষাদিনী,
মহাবেগে শেষে মিলে হয় একাকার,

সাগর-সরিৎভাব থাকেনাক আর,
সেই রূপ কবে নাথ! লভিয়া তোমায়,
তন্ময় হইব আমি, আর যে ধরায়,
ধরিতে ধীরতা নাথ! নাহিক শকতি,
তুমি বিনা অনাথার কি হইবে গতি!
প্রার্থনা শুনিতে নিত্য কর আগমন,
প্রার্থনা কাহার তরে করিব এখন,
বল নাথ! প্রার্থনীয় আর কিছু নাই,
তুমি সদা সুখে থাক এই ভিক্ষা চাই,
ঈশ্বরের কাছে; নাথ! করি দরশন,
অনাথার দীন দশা কাঁদে না কি মন?
কি রূপে পরোক্ষে থাকি কর দরশন,
অভাগী কি রূপে করে সময় যাপন!
অগোচর কিছু নাই তবে কি কারণ,
অনাত্মীয় মত আসি করহ গমন?
অবলা দুর্ব্বলা আমি নাহি বুদ্ধিবল,
কি রূপে কখন আস ভাবিয়া বিহ্বল,
মনেতে কিছুই ঠিক করিতে না পারি,
তুমি মম জানি নাথ! অভাগী তোমারই;
এ ভাবের অন্যভাব কভু হয় নাই,
আসি না সম্ভাষি যাও কেন ভাবি তাই।
কি উপায়ে উপস্থিত হব তব ঠাঁই,

দিবানিশি ভাবি তবু উপায় না পাই।
এক বারও সম্ভাষিতে হয় না কি মন,
দেখিয়া দাসীর দশা ঝরে না নয়ন?
অবিরাম শোকানলে দহে দগ্ধ হিয়া,
পার না কি নিবাইতে সিঞ্চন করিয়া,
তব বাক্যামৃত-বিন্দু সিন্ধুসম যার,
মম শোক তাপে চির আছে অধিকার।
কতকাল শুনি নাই সে মধুর স্বর,
নাচিয়া উঠিত যায় নিমেষে অন্তর,
আমোদে উদ্বেল হয়ে যথা রত্নাকর,
হরষে বিস্ফীত হয় হেরি সুধাকর;
রাত্রিদিন অবিরাম করিয়া শ্রবণ,
পরিতৃপ্ত হয় নাই কখনও শ্রবণ;
যাহা অমৃতের ধারা করি বরিষণ,
এখনও স্বপনে করে অশ্রু নিবারণ।
পরশে অমৃত রসে শীতল শরীর,
আর কি হবে না নাথ! কভু অভাগীর!
নিরন্তর দহে দেহ করি দরশন,
করিবারে নিদারুণ দাহ নিবারণ,
বারেকও বাসনা নাথ! হয় না কি মনে,
রবে কি বঞ্চিত দাসী চির পরশনে?
সেই লিখেছিলে নাথ! বিদেশে যখন!—

"এতদূরে আছি তবু তোমা ছাড়া নই,
জেনও প্রিয়ে! কভু নাহি জানি তোমা বই।
সুধাকর সম মম হৃদয়-গগন,
আলোকিত করিতেছে তোমার আনন।
সদা জাগিতেছ প্রিয়ে হৃদয়ে আমার,
যথা তথা হেরি মুর্ত্তি মোহন তোমার।
ছায়া সম প্রিয়ে মম আছ সদা পাশে,
বিষাদ-বিষম-তম হৃদয়-আকাশে,
পশিতে পারে কি প্রিয়ে! তোমার বিভায়,
সমুজ্জ্বল সদা হৃদি হেরিয়া পলায়।
তোমার বিরহে প্রিয়ে! একি হ'ল দায়,
প্রতিদিন দিন গণি দিন নাহি যায়।
তুমিও কি এই রূপ গণিতেছ দিন?
করো না করো না প্রিয়ে! দেহ হবে ক্ষীণ।
সদা ভাবিতেছি প্রিয়ে? কবে নিরমল,
স্মিত-বিকসিত তব বদন-কমল,
হেরিয়া নয়ন মম হইবে সফল;
নিবিবে বিরহ-জ্বালা লভে শান্তি-জল।
এরূপ ভাবনা প্রিয়ে হয় কি তোমার,
ভাব কি আমার কথা দিনে এক বার?
কি জানি কি রূপে কাল করিছ যাপন,
জানিবার উপায় না করি দরশন।

ইচ্ছা হয় পাখী হয়ে উড়ে যাই তথা,
প্রাণের প্রতিমা প্রিয়ে! রহিয়াছ যথা।
কর-পদ্ম-বিলিখিত পত্র দরশনে,
ব'বে না আনন্দ-স্রোত কখন কি মনে?
পারিবে না কখনও কি জানাতে আমায়,
স্বহস্তে লিখিয়া মনোগত ভাবনায়?
বড় সাধ মনে প্রিয়ে! লিখিয়া পাঠাও,
বড় দুখ কোন রূপ সুযোগ না পাও।
কি করিবে দিন কত থাকহ সহিয়া,
করিব ব্যবস্থা সব বাটীতে যাইয়া;
এ বার আসিয়া যাতে পত্র পাওয়া যায়,
করিয়া আসিব প্রিয়ে! তাহার উপায়।
হাসি হাসি মুখ খানি হেরিব কখন,
শুনিব মধুর কথা শ্রবণ-রঞ্জন,
পরশে অমৃত রসে শীতল শরীর,
হইবে ভাবিয়া মন হতেছে অস্থির।
আসিয়াছি বিশ দিন ছাড়িয়া তোমায়,
আরও দশ দিন বাকি কত সহা যায়!
দশ দিন যেন দশ যুগ একি দায়,
গণা দিন গেলে বাঁচি যাইতে না চায়।
শীঘ্র উপস্থিত হয় বিপদ-সময়,
হাজার যাইতে বল যাইবার নয়;

কিন্তু যেই দিন কোনও সুখের মিলন,
সে দিন না করে কভু শীঘ্র আগমন ;
আসিলেও দেখিতে দেখিতে চলে যায়,
মানুষের সুখ দুখে ফিরে নাহি চায়।
সত্য বটে, সময়ের হ্রাস বৃদ্ধি নাই,
এক রূপে এক ভাবে চলেছে সদাই ;
দিন যায় রাত্রি আসে রাত্রি যায় দিন,
এই রূপে অহোরাত্র হয় চির দিন ;
দিনকর নিশাকর করিছে ভ্রমণ,
সম ভাবে শূন্য পথে সহ তারাগণ ;
শীত গ্রীষ্ম আদি ঋতু হতেছে উদয়,
কেহ কারও অতিক্রম করে না সময় ;
সুনিয়ম বিশ্বমাঝে সদা বিদ্যমান,
নিয়ম যেখানে নাই নাই হেন স্থান ;
সব সত্য, কিন্তু প্রিয়ে ! বিরহ-সময়,
বিশ্ব মাঝে সবই বিপরীত বোধ হয়।
জানিয়া শুনিয়া তবু স্থির হতে নারি,
কি বল বিরহ ধরে যাই বলি হারি !
যা হউক নিরন্তর ভাবিলে কি ফল,
করিব কদিন পরে নয়ন সফল,
হেরিয়া সে শশিমুখ মানস-মোহন,
শুনিব মধুর কথা শ্রবণ-রঞ্জন ;

পরশে অমৃত রসে শরীর বিকল,
হইবে মনের কথা বলিব সকল ;
ভেব না কদিন পরে হইবে মিলন,
আজিকার মত করি বিদায় গ্রহণ ।”

পুনঃ।——

“আলস্যে করো না কভু সময় যাপন,
কু চিন্তার বাস-ভূমি অলসের মন ;
কর্ম্ম না থাকিলে পাপ চিন্তা সমুদয়,
দলে দলে আসি হয় মানসে উদয় ।
গৃহ-কর্ম্ম না থাকিলে পাঠে দিও মন,
কুৎসিত পুস্তকে কিন্তু দিও না নয়ন ।
লইয়া গিয়াছ সঙ্গে বই খান তিন,
তাহাই পড়িতে যেন কাটা’ও না দিন ;
ভাল যদি বাস তবে ফেলো পুড়াইয়া,
কি ফল তেমন বই বাটীতে রাখিয়া ?
পরিজনে যাহারে যে রূপ ব্যবহার;
বুঝাইয়া বলিয়াছি প্রিয়ে! বার বার ।
প্রতিদিন ঈশ্বরের করিও অর্চ্চনা,
দূর হবে রোগ শোক সকল ভাবনা ।
মাতা যা বলেন হয়ে প্রফুল্ল-হৃদয়,
সদা সযতনে প্রিয়ে! পালিও নিশ্চয় ।
সভক্তি প্রণাম মার দিও শ্রীচরণে,

ভুল না ভুল না প্রিয়ে! দেখ রেখ মনে।

বিদেশে থাকিলে পতি, কিরূপে যুবতী সতী,
করিবেক সময় যাপন;
সে সব তোমায় প্রিয়ে! বার বার বুঝাইয়ে,
বলিয়াছি থাকিবে স্মরণ।
যে রূপে চলিলে ভবে, সর্ব্বত্র সুযশ হবে,
সেই রূপ ক'রও আচরণ;
যেন সবে গুণ গায়, নিন্দাছল নাহি পায়,
শুধু এই চায় মম মন।"
"না হয় যাইবে প্রাণ, তা বলে কি কুল মান
ত্যজিব কথায় তোর অরে পাপাচার!
হয়ে যা নজর ছাড়া, নরাধম তোর বাড়া,
ধরাধামে আছে কি রে আর কুলাঙ্গার?
কি সাহসে হেন কথা, বলে দিলি মনে ব্যথা,
ভয় কি হল না এক তিল তোর মনে;
সর্ব্ব-সাক্ষী এক জন, হেরিছেন অনুক্ষণ,
জান না কি পাপী যাহা করিছে নির্জ্জনে
সতীত্ব-রতন অরে সতীত্ব-রতন,
তা যদি হারাব তবে কি ছার জীবন!"
এ রূপে উত্তর দিতে পারে যে রমণী,
রমণীর শিরোমণি বলি তারে গণি।
এই গুলি পার যদি মুখস্থ করিতে,

করিও শুনিয়া বড় সুখী হব চিত্তে।
আজিকার মত করি বিদায় গ্রহণ,
দেখ প্রিয়ে! রেখ মনে ভুল না কখন।”
কত সুখী হয়েছিলে ফিরিলে যখন!
হইলে কাতর কত করি দরশন,
দাসীর মলিন বেশ, হেরি রুক্ষ কেশ,
না জানি কতই মনে পেয়েছিলে ক্লেশ!
দুরূহ কঠোর ব্রত হেন কি কারণ,
না বলে তোমায় নাথ! করেছি ধারণ;
কি কারণে এত ক্লেশ দিয়াছি শরীরে,
খিন্ন মনে নাথ! কত বার ধীরে ধীরে,
সুধাইলে; কভু হস্ত কখনও চিবুক,
পরশি কমল-করে নাথ! কত দুখ,
জানাইলে; কভু বক্ষে করিয়া ধারণ,
হেরিয়া দাসীর অশ্রু-পূর্ণ দু নয়ন,
করেছিলে নাথ! কত অশ্রু বিসর্জ্জন!
হয় কি সে সব কিছু স্মরণ এখন?
বিদেশে থাকিয়া যত ক্লেশ দিয়াছিলে,
ভুলাইতে নাথ! কত যতন করিলে;
লিখেছিলে যাহা সব করিয়া শ্রবণ,
আদি অন্ত কত সুখী হইলে তখন!
কি সুখে গিয়াছে নাথ! দিন সে সময়!

বুঝি নাই কবে অস্ত কখন উদয়,
হইয়াছে রবি শশী তারকা নিচয় ;
দিবা-রাত্তি-বোধ নাহি ছিল সে সময়।
অনিমেষ আঁখি মম নিরখি তোমার,
মুখসুধাকর কিছু হেরে নাই আর ;
ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিয়া নাথ ! কত বার,
কত দিন করি নাই সময়ে আহার ;
সারা রাতি কত দিন কথায় কথায়,
কাটিয়াছে অনায়াসে নাথ ! অনিদ্রায় ;
হয় নাই অনুমাত্র ক্লেশ অনুভব,
এখন স্বপন সম হল সেই সব !
সে সুখের দিন কভু হবে না কি আর ?
হেরিব না কখনও কি সে রূপ তোমার ?
এই ভাবে রহিবে কি নাথ ! চির দিন,
মলিন বিবদ্ধ মম মানস-নলিন ?
চির দিনই করিব কি অশ্রু বিসর্জ্জন ?
করিবে না কখনও কি দুখ বিমোচন ?
চির দিনই করিব কি নাথ ! হায় হায় ?
রহিবে বঞ্চিত দাসী তোমার সেবায় ?
হায় ! সেই এক দিন ! যে দিন শয়ন-
কক্ষে বাতায়ন মুখে বসি দুই জন,
সায়াহ্নে সুখদ সেবি সন্ধ্যা সমীরণ,

পুষ্পিত-উদ্যান-শোভা করি নিরীক্ষণ।
মাধবীর হাব ভাব সহকার পাশে,
কিবা শোভা চমৎকার তার চারু হাসে,
কত বা গভীর প্রেম গাঢ় আলিঙ্গনে,
নিরখিয়া কত ভাব উপজিল মনে!
মাধবীর পুষ্প-সাজে কিবা চমৎকার,
সাজিয়া উদ্যান-রাজ হয়ে সহকার,
প্রেয়সী-প্রদত্ত মালা করি পরিধান,
আমোদ রাখিতে আর নাহি পায় স্থান।
হেরি তরুলতা-ভাব করিলাম মনে,
সাজাইব এক বার পুষ্প আভরণে,
মনমত নাথে; তুমি করিয়া শ্রবণ,
সেই বলেছিলে "মম সার্থক জীবন;
ধরাতলে ভাগ্যবান কে আর এমন?
প্রিয়ে! যথা তথা মম অমর-ভবন;
নিবিড় কানন মম রম্য উপবন;
কিসের অভাব যার এ হেন রতন?
বিনিময়ে স্বর্গ-সুখ চায় কোন জন?"
বাস্তবিক এ সকল—অথবা স্বপন?
বুঝিতে না পারি কিছু এ কি বিড়ম্বন!
হৃদয় বিদরে স্মরি ঝরে দুনয়ন,
সেই তব বামে আমি—হয় কি স্মরণ?

তব করে শকুন্তলা—কবি কালিদাস-
কবিকুলাগ্রণী-পূর্ণ-কবিত্ব-বিকাশ,
বলিতে যাহায় তুমি—বলিলে আমায়,
পড়িতে পড়িতে, “প্রিয়ে! এ কি সহা যায়!
যার দেহ শিরীষ-কুসুম-সুকুমার,
তারই প্রতি আলবালে জলসেক-ভার!
প্রিয়ে! দেখ অই, আহা কলসের ভারে,
আর্দ্রতা কোমলতা মধুরতা একাধারে,
মূর্ত্তিমতী, আলবালে করিতে সেচন,
সুললিত পদে মৃদু করিছে গমন।
বিধি! পূর্ণ বিধু, তায় কলঙ্ক তোমার,
যাইবার নয়; তুমি কর কি আবার!
মুনিবর! তোমারই বা এ কি আচরণ!
দয়া মায়া সকলই কি দিলে বিসর্জ্জন!
সাধিতে নিশ্চয় তুমি করিয়াছ পণ,
উৎপল-পলাশ-ধারে শমীর ছেদন!
প্রিয়ে! উঠ, যাও, কুম্ভ ধর একবার,
অতিশয় পরিশ্রান্তা ভগিনী তোমার;
যাও, আহা! স্বেদোদয় হইয়াছে ভালে,
শিশির-কণিকা যথা উষার কপালে।
আমরি! কি স্বেদবিন্দু-মালা চমৎকার,
কণ্ঠে শোভিতেছে যেন মুক্তাময় হার!”

শুনিয়া তোমার কথা রহিনু বসিয়া ;
আবার বলিলে তুমি করেতে ধরিয়া ;
" যাও একবার কিছু করিও না মনে,
ভগিনী তোমার তাই বলি অসন্মনে।"
দেখিয়া বিলম্ব মম——
" তবে আমি যাই" বলি উঠিবে যেমন,
গলদেশে বাহুলতা করিয়া বেষ্টন,
বলিলাম ; "নাথ! এ কি দেখিছ স্বপন ?
কোথা তব শকুন্তলা, কোথা বা সেচন?"
হাসিয়া বিস্মিত হয়ে বলিলে আমায় ;
" এমন সময় প্রিয়ে ! কখনও জাগায় !"
এ সকল কথা হায় ! করিয়া স্মরণ,
আর কি রাখিতে ইচ্ছা হয় এ জীবন ?
ইচ্ছা হয় যে কোন উপায়ে যাই চলে,
চাই না কাহারও দয়া অভাগিনী বলে ;
আকাশ পাতাল স্বর্গ হেরি সর্ব্ব স্থান,
দেখি নাথ ! কোথা করিতেছ অবস্থান ;
মানসের বেগে ধাই জিনিয়া আলোক,
নিমেষে ভ্রমণ করি ভূলোক দ্যুলোক ;
হারায়ে তাড়িত বেগে চলি নিরন্তর,
প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করি পশু পাখী নর,
যক্ষ, রক্ষ, নাগ, দেব, যত লোক আছে,

সব লোক ঘুরি, যাই প্রত্যেকের কাছে,
সুধাতে সুধাতে ক্রমে বারতা তোমার ;
আনন্দে মাতিয়া নাথ ! ভ্রমি অনিবার ;
দেখি, কত ক্ষণ পার লুকায়ে থাকিতে,
অলক্ষিতে উপস্থিত হই আচম্বিতে ;
দেখি, পার কি না পার চিনিতে আমায়,
ঠেকাই তোমায় ঘোর সমস্যার দায় ;
কি বল কি রূপে মোরে কর সম্বোধন,
অপার কৌতুকে মাতি করি নিরীক্ষণ ;
প্রণয়-পরীক্ষা তব করি ভাল করে,
যা ভাব তা ভাব পুনঃ ক্ষণেকের তরে।
শকুন্তলা মত যদি কর অপমান,
চিনিতে না পারি কোন চাও অভিজ্ঞান,
দুষ্মন্তের মত ; ক্লেশ হবে না তখন,
দেখাতে কাহার মূর্ত্তি মানস-মোহন,
অন্তরে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে উজ্জ্বল ;
পূর্ব্বকার কথা তব কত অবিকল,
বলিব তোমায়, তাহা করিয়া শ্রবণ,
হবে না কি দাসী বলে'বারেক স্মরণ ?
অবশ্য চিনিবে নাথ ! হৃদয়ের ধন,
অবশ্য হৃদয়ে স্থান লভিব তখন ;
জুড়াব তাপিত প্রাণ গাঢ় আলিঙ্গনে,

দিবা রাতি কত কথা কব দুই জনে ;
এত দিন কি রূপেতে করিলে যাপন,
আদি অন্ত সমুদয় করিব শ্রবণ ;
দিব না হইতে কভু দৃষ্টির বাহির,
পারিবে না কভু সঙ্গ ছাড়িতে দাসীর ;
একত্রেতে দুই জনে রব চির কাল,
ঘটিতে দিব না আর বিচ্ছেদ-জঞ্জাল।
এইরূপ বিস্মৃতির কুহকে পড়িয়া,
বলিতে লাগিল সতী হৃদয় খুলিয়া।
আবার কি ভাব মনে হইল উদয়,
এত আশা ভরসার নয় এ সময়,
এই বুঝি ভাবি স্থির থাকি কিছু ক্ষণ,
পুনঃ আরম্ভিল নাথে করি সম্বোধন।

নাথ ! তব নিন্দা শুনে, বড় দুখ হত মনে,
তব কাছে মন-দুখ প্রকাশ করিয়া,
তামার সান্ত্বনা কথা, শুনি যেত মনব্যথা,
তব কাছে আসি নাথ ! জুড়াইত হিয়া।
ায়ের দুর্ব্বাক্য যত, সহেছি বলিব কত,
এখনও মনেতে সব রহেছে জাগিয়া ;
াবাও মায়ের মত, মর্ম্মভেদি বাক্য যত,
বলেছেন তাও আজও যাইনি ভুলিয়া।

নব পেতিু রাগ ষার. মনে হলে বাবহার.

মুখ দেখাইতে আর হইত না মন ;
কি করি ইহয়া শব, সহিয়া ছিলাম সব,
ভাবি তব সনে সুখে কাটাব জীবন।
তোমারে দেখিতে পেলে, আগে শত কার্য্য ফেলে,
এক দৃষ্টে তব পানে থাকিতাম চেয়ে ;
তুমি আসিয়াছ শুনে, নাথ! বড় হৃষ্টমনে,
দেখিতে তোমার মুখ আসিতাম ধেয়ে।
তোমার হেরিয়া মুখ, নাথ! জুড়াইত বুক,
ছেড়ে দিতে পুনর্ব্বার বিদরিত হিয়া ;
আসিবার তরে তাই, "প্রিয়ে! তব মাথা খাই,
আসিব আসিব" ছাড়িতাম বলাইয়া।

প্রতিজ্ঞা না করাইয়া ছাড়িনি তোমায়,
অনাথায় ভুলি নাথ! রহিলে কোথায়?
দুখের সাগরে ভাসি,
উত্তাল তরঙ্গ-রাশি,
চারি দিকে ঘেরিয়াছে না হেরি উপায়,
তোমা বিনা কেবা নাথ! ছাড়ি প্রাণাশায়,
অবিলম্বে ঝাঁপ দিয়া,
দিবে হস্ত বাড়াইয়া,
আপন বলিয়া যাবে করিতে উদ্ধার?
"হা নাথ! কোথায়" তাই বলি বার বার।

দাসীর মলিন মুখ,
হেরি বিদরিত বুক,
সুধাইতে হায়! কত যতন করিয়া,—
এখন স্মরিলে যায় বিদরিয়া হিয়া—
দক্ষিণ কমল করে,
চিবুক উন্নত করে,
বাম অংশোপরি বাম বাহুটি রাখিয়া,
"কি হয়েছে বল প্রিয়ে!" অমৃত সিঞ্চিয়া।
শুনিয়া দুখের কথা,
কথায় নাশিতে ব্যথা,
পূরাইতে মনোরথ করি প্রাণ পণ,
সকলই স্বপন সম হইল এখন।
দুর্ব্বহ দুখের ভরে,
প্রপীড়িত হয়ে নরে,
চারি দিকে নৈরাশ্যের হেরিয়া লক্ষণ,
স্বজন বান্ধবে সদা করেই স্মরণ।
তারা যদি কায় মনে,
নিরন্তর প্রাণপণে,
পরোক্ষেতে যথা সাধ্য চেষ্টা করে তায়,
দুখ রাশি তরিবার না হয় উপায়;
তবে লোকে অজ্ঞানতঃ,
দোষ দেয় কত শত;

সেই রূপ দশা নাথ হয়েছে আমার,
তাই তুমি ভুলে আছ বলি বার বার।
যেখানে সেখানে রও,
কখনই স্থির নও;
দাসীর চিন্তায় তব জড়ীভূত মন ;
ইহাতে সংশয় নাহি করি এক ক্ষণ।
স্নেহ হীন দশাপ্রায়,
এ দাসীর দশা তায়,
অবশ্যই নাথ ! কষ্টে আছ অবিরত ;
আসিবারও তরে চেষ্টা করিয়াছ কত।
পুণ্য শেষ হয় নাই,
মর্ত্তে আসিবারে তাই,
কোনও রূপে দিতে নাহি চান দেবগণ ;
ভেব না সুখেতে কর সময় যাপন।
তোমার সুখের কথা,
শুনি যাবে মন-ব্যথা ;
কিন্তু নাথ ! দয়া করে করো এই চাই,
যাতে মাঝে মাঝে তব সমাচার পাই।
যে সময় দেবগণ,
করিবারে দরশন,
মর্ত্তলোক মাঝে মাঝে আসেন ধরায়,
করো এই যাতে দাসী সমাচার পায়।

বলিও বিনয় করে,
"মম তরে ধরা'পরে;
এক জন করিতেছে সদা হাহাকার ;
দয়া করে তারে মম দিও সমাচার" ।
দেখ নাথ ! দেখ দেখ,
অভাগীর কথা রেখ,
ভুলিয়া থেক না ; আর কিছু নাহি চাই,
দয়া করে করো যাতে সমাচার পাই ।
পাপ-ভরে পূর্ণা ধরা,
তায় পদার্পণ করা,
যদি তাঁহাদের অভিমত নাহি হয়,
রাখিব পবিত্র করে লেপিয়া গোময় ।
পূজিবারে শ্রীচরণ,
বিরচিয়া কুশাসন,
বলি 'পুষ্প ধূপ দীপ আনিয়া রাখিব ;
ষোড়শোপচারে সবে অর্চ্চনা করিব ।'
মনের কবাট খুলে,
বসিয়া চরণ-মূলে,
নিজ দুখ বিবরিয়া করিব শ্রবণ,
কেমন এখন আছ হৃদয়-রতন ।
কখনও অসুখ হলে,
কেহ কি চরণ-তলে,

আমার মতন হায়! আপন ভাবিয়া,
জীবন সার্থক করে চরণ সেবিয়া।
পূর্ব্ব মত তৃষা হলে,
"প্রিয়ে! জল দাও" বলে,
ডাকিলে কেহ কি এবে যতন করিয়া;
দয়া করে জল দেয় নিকটেতে গিয়া।
এখন অসুখে তাঁর,
মম সম কেবা আর,
অসুখী হইয়া কাছে রহিবে বসিয়া;
কারে পরশিয়া আর "জুড়াইল হিয়া,"
বলিবেন প্রাণেশ্বর!
তব মনে হা ঈশ্বর!
এত ছিল! অবলায় দয়ার সাগর!
এত কি যন্ত্রণা দিতে হয় নিরন্তর!
কি হইবে হায় হায়!
সদা প্রাণ জ্বলে যায়;
কেমনে জানিব নাথ আছেন কেমন,
কি হেন সুকৃত পাব দেব দরশন?
কত পুণ্য উপার্জ্জন,
করে ভবে ঋষিগণ,
ভাগ্যফলে যদি দেব-দরশন পান;
মম তায় অভিলাষ খ-পুষ্প সমান।

যা হবার হবে নাথ! বলো দেবগণে;
অভাগীর দীন দশা নিবেদি চরণে,
দয়া করে এক বার দেন দরশন,
সুধাব এখন নাথ! আছহ কেমন।
এত বলি সতী, হয়ে আশাবতী,
নিরস্ত হইল ক্ষণেক কাল;
যেন সাহারায়, প্রাণ যায় যার,
দূরে দেখা দিল মরীচি-জাল।
অতি তৃষা-বলে, কণ্ঠ-শোষ হলে,
পাইলে যথা জলের কণা,
হবে তৃষা নাশ, ক্ষণেক বিশ্বাস,
সেই রূপ মুগ্ধা বিমুগ্ধ-মনা।
ক্ষণ না যাইতে, দেখিতে দেখিতে,
আবার বাজিল হৃদয়-তার;
আবার সাজিল, আবার লাগিল,
মোচন করিতে হৃদয়-ভার।
হায় নাথ! বুঝিলাম সকলই ছলনা,
তা না হলে ফেলে কেন যাইবে বল না?
বলিতে "প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি;"
দেখ অভাগীর দশা এক বার আসি।
আদর করিয়া হায়! বলিতে তখন,
"প্রিয়ে! তুমি জীবন হৃদয় প্রাণ ধন।"

ক্ষণ মাত্র না হেরিলে হইতে বিকল ;
এবে বুঝিলাম নাথ ! অমূত সকল।
যদি এত কষ্ট পেতে মোরে না হেরিয়া,
জনমের মত তবে কেমনে ছাড়িয়া,
রহিয়াছ নাথ ? বল ক্ষণেকের তরে,
হয় কি দাসীর দশা উদয় অন্তরে ?
যদি তা হইত নাথ ! তবে কি পারিতে,
থাকিতে নিশ্চিন্ত হয়ে ? অবশ্য আসিতে।
অথবা স্বর্গের সুখে বিমোহিত মন,
আর কি ধরায় চায় করিতে গমন।
শুনেছি সেখানে না কি দুখ-লেশ নাই.
আমোদ আহ্লাদে সবে রয়েছে সদাই।
ত্রিভুবনে ভাল ভাল বস্তু আছে যত,
অমরত্ব লভে লোকে ভুঞ্জে অবিরত।
ইন্দ্রিয় মনের যত সুখের সাধন,
শুনিয়াছি দ্রব্যজাত আছে অগণন।
রোগ নাই শোক নাই নাই চিন্তা-লেশ,
ক্রোধ নাই হিংসা নাই নাই পরদ্বেষ।
যাহা কিছু আছে সব সুখের সাধন,
সুকৃতানুসারে সবে ভুঞ্জে অনুক্ষণ।
ক্ষণমাত্র যার ভাব করি নিরীক্ষণ,
বিনা উপদেশে স্বর্গ স্থির করে মন ;

সেই স্থানে গিয়া নাথ! ভুলিয়া দাসীরে,
ভাসিতেছ নিরন্তর আনন্দের নীরে।
তব সুখে সুখী আমি, কিন্তু নাথ! হায়!
কখনও উচিত নয় ছাড়িয়া আমায়,
এরূপে তোমার থাকা; কি বলিব আর,
পূর্ব্বকার কথা সব স্মর এক বার।
তুমি যে বলিতে নাথ! হয় কি স্মরণ?
"প্রিয়ে! তুমি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ধন।"
সে যে বঞ্চনার কথা নয় কোনও রূপে;
এখনও তন্দ্রায় নাথ! শুনি, চুপে চুপে,
কে যেন আমার কাণে বলে বার বার,
"প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর তুমি রে আমার।"
তোমার তেমন মন কি কারণে হায়!
অনায়াসে ভুলে নাথ! রহিল আমায়?
অথবা এ পাপীয়সী মাঝে মাঝে যত,
জ্বালাতন নাথ! করিয়াছে অজ্ঞানতঃ;
সেই সব মনে করি জনমের তরে,
প্রতিজ্ঞা করেছ স্থান দিবে না অন্তরে।
কিন্তু নাথ! যাহা কর, থাকিতে জীবন,
ভুলিতে নারিব তব মানস-মোহন,
মুরতি মধুর সেই সুধাময় হাসি,
যার তরে পিপাসিত হত সদা দাসী।

হৃদয়ে রাখিয়া নাথ! সতত তোমায়,
যে কদিন আছি, শুধু করি হায় হায়!
ভাবিও না তুমি, যেন ভাবিতে ভাবিতে,
তব রূপ নাথ! হয় চিতা আরোহিতে।
তা হলেই অভাগীর সার্থক জীবন;
দয়া করে পরকালে দিও শ্রীচরণ।

সমাপ্ত

ঋতু কালে ৪ দিন করিয়া ২ বার সেবন করিলে রোগ সম্পূর্ণ রূপে আরাম হয়। মূল্য ১, টাকা।

৮। সন্ন্যাসীদত্ত উপদংশের মহৌষধ। আরাম হইতে কাহারও ৩।৪ দিন কাহারও বা ৬।৭ দিন লাগে। ঔষধ অব্যর্থ। মূল্য ৸৹।

ঔষধ ও পুস্তক পাইবার ঠিকানা।—শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র মিত্র বেঙ্গল এককাউন্টাণ্ট জেনারেলের আফিস। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিশ্বাস নং ৯১ পুরাতন চিনাবাজার কলিকাতা। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস গিলাণ্ডারস আরবথনট এণ্ড কোং কলিকাতা। শ্রীযুক্ত শীতলাচরণ বসু এ্যণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং কলিকাতা।

এই সকল ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে। ইহাদিগের সেবন বিধি ও উপকারিতার বিস্তারিত বিবরণ ঔষধের সহিত পাওয়া যাইবে। অধিক লেখা বাহুল্য। যাঁহারা উপরি উক্ত কোনও রোগে কষ্ট পাইতেছেন তাঁহারা একবার সেবন করিয়া দেখুন ঔষধ কিরূপ ফলপ্রদ।

এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবে তিনি উপরিউক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন, এবং পটলডাঙ্গা সেখ ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানির লাইব্রেরীতে পাইবেন।

বেঙ্গল একাউন্ট্যাণ্ট জেনারেলের আফিস কলিকাতা।
সেপ্টেম্বর ১৮৮৫।

শ্রী মাধবচন্দ্র মিত্র
বিদ্যারত্ন।